BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (2nd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : JANAJA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় ঃ জানাযা

٧٨٤. بَابُ مَاجَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَقِيْلَ لِوَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ اَلَيْسَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ اِلَّا لَهُ اَسْنَانٌ فَاِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَاِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ

৭৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা সম্পর্কিত হাদীস এবং যার শেষ কালাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে যে কোন চাবির দাঁত থাকে। তুমি দাঁত যুক্ত চাবি আনতে পারলে তোমার জন্য (জান্নাতের) দরজা খুলে দেওয়া হবে। অন্যথায় তোমার জন্য খোলা হবে না।

١١٦٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْاَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِيْ اٰتٍ مِنْ رَبِّيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَوْ قَالَ بَشَّرَنِيْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِيْ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ،

১১৬৫ মূসা ইব্ন ইস্মায়ীল (র.).....আবূ যার (গিফারী) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একজন আগন্তুক (হযরত জিবরীল (আ.) আমার রব-এর কাছ থেকে এসে আমাকে খবর দিলেন অথবা তিনি বলেছিলেন, আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি

banglainternet.com

বললাম, যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন ঃ যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।

١١٦٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১১৬৬ উমর ইবন হাফ্স (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে আল্লাহ্র সংগে শিরক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে আল্লাহ্র সংগে কোন কিছুর শিরক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٧٨٥. بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৭৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় অনুগমনের নির্দেশ।

١١٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ .

১১৬৭ আবুল ওয়ালীদ (র.).....বারাআ ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাতটি বিষয়ে আমাদের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে আমাদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন- ১. জানাযার অনুগমন করতে, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে, ৩. দাওয়াত দাতার দাওয়াত কবূল করতে, ৪. মাযলূমকে সাহায্য করতে, ৫. কসম থেকে দায়মুক্ত করতে, ৬. সালামের জওয়াব দিতে এবং ৭. হাঁচিদাতাকে (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলে) খুশী করতে। আর তিনি নিষেধ করেছেন- ১. রূপার পাত্র, ২. সোনার আংটি, ৩. রেশম, ৪. দীবাজ, ৫. কাস্সী (কেস্ রেশম), ৬. ইস্তিব্রাক (তসর জাতীয় রেশম) ব্যবহার করতে।[১]

١١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى

banglainternet.com

১. এ হাদীসে নিষেধকৃত ছয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম বিষয়টি এই কিতাবের 'সোনার আংটি' অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ .

১১৬৮ মুহাম্মদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ পাঁচটি ঃ ১. সালামের জওয়াব দেওয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেওয়া, ৩. জানাযার অনুগমন করা, ৪. দাওয়াত কবূল করা এবং ৫. হাঁচি-দাতাকে খুশী করা। আবদুর রায্যাক (র.) আমর ইব্ন আবূ সালামা (র.) এর অনুসরণ করেছেন। আবদুর রায্যাক (র.) বলেন, আমাকে মা'মার (র.)-এরূপ অবহিত করেছেন এবং এ হাদীস সালামা (র.) উকাইল (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٦. بَابُ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ اِذَا اُدْرِجَ فِيْ كَفَنِهِ

৭৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

١١٦٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتّٰى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتّٰى دَخَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكٰى فَقَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِيْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا، قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَاَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَاَبٰى فَقَالَ اجْلِسْ فَاَبٰى فَتَشَهَّدَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَالَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوْا عُمَرَ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ..... اِلَى الشّٰكِرِيْنَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ حَتّٰى تَلاَهَا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ اِلاَّ يَتْلُوْهَا .

১১৬৯ বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আবূ সালামা (র.) বলেন, নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) আমাকে বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের খবর পেয়ে) আবূ বকর (রা.) 'সুনহ'-এ অবস্থিত তাঁর বাড়ী থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোন কথা না বলে আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিকে অগ্রসর

banglainternet.com

হলেন। তখন তিনি একখানি 'হিবারাহ্' ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। আবূ বকর (রা.) নবী ﷺ -এর মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া নাবী আল্লাহ্! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ্ আপনার জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি কবূল করেছেন। আবূ সালামা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (তারপর) আবূ বকর (রা.) বেরিয়ে এলেন। তখন উমর (রা.) লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। আবূ বকর (রা.) তাঁকে বললেন, বসে পড়ুন। তিনি তা মানলেন না। আবূ বকর (রা.) তাঁকে বললেন, বসে পড়ুন, তিনি তা মানলেন না। তখন আবূ বকর (রা.) কালিমা-ই-শাহাদতের দ্বারা (বক্তব্য) আরম্ভ করলেন। লোকেরা উমর (রা.)-কে ছেড়ে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। আবূ বকর (রা.) বললেন,......আম্মা বা'দু, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ ﷺ এর ইবাদত করতে, মুহাম্মদ ﷺ সত্যই ইনতিকাল করেছেন। আর যারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে, নিশ্চয় আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, অমর। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : وما محمد الا رسول ..... الى الشاكرين অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র......শাকিরীন পর্যন্ত। (৩ : ১১৪) আল্লাহর কসম, মনে হচ্ছিল যেন আবূ বকর (রা.)-এর তিলাওয়াত করার পূর্ব পর্যন্ত লোকদের জানাই ছিল না যে, আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন। এখনই যেন লোকেরা আয়াতখানি তার কাছ থেকে পেলেন। প্রতিটি মানুষকেই তখন ঐ আয়াত তিলাওয়াত করতে শোনা গেল।

١١٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا .

১১৭০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).......আনসারী মহিলা ও নবী করীম ﷺ এর কাছে বাই'আতকারী উম্মুল আলা (রা.) থেকে বর্ণিত, (হিজরতের পর) কুর'আর মাধ্যমে মুহাজিরদের বন্টন করা হচ্ছিল। তাতে উসমান ইব্ন মাযঊন (রা.) আমাদের ভাগে পড়লেন, আমরা (সাদরে) তাঁকে আমাদের বাড়ীতে স্থান দিলাম। এক সময় তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর মৃত্যু হল। যখন তাঁর মৃত্যু হল এবং তাঁকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রবেশ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবুস্- সায়িব, আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আপনার সম্বন্ধে

banglainternet.com

আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করেছেন ? আমি বললাম, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আল্লাহ্ আর কাকে সম্মানিত করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাঁর ব্যাপার তো এই যে, নিশ্চয় তাঁর মৃত্যু হচ্ছে এবং আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর জন্য মংগল কামনা করি। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে, অথচ আমি আল্লাহ্র রাসূল। সেই আনসারী মহিলা বলেন, আল্লাহ্র কসম! এরপর আর কোন দিন আমি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পবিত্র বলে মন্তব্য করব না।

١١٧١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَمَعْمَرٌ .

১১৭১ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.) লায়স (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর নাফি' ইব্ন ইয়াযীদ (র.) উকাইল (র.) সূত্রে বলেন- ' مَا يُفْعَلُ بِهِ ' তার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে ?[১] শু'আইব, আমর ইব্ন দীনার ও মা'মার (র.) উকাইল (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

١١٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قُتِلَ اَبِيْ جَعَلْتُ اَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ اَبْكِيْ وَيَنْهَوْنِيْ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ لَايَنْهَانِيْ فَجَعَلَتْ عَمَّتِيْ فَاطِمَةُ تَبْكِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِيْنَ اَوْ لَا تَبْكِيْنَ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رَفَعْتُمُوْهُ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১১৭২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (উহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আবদুল্লাহ্ (রা.) শহীদ হয়ে গেলে আমি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু নবী করীম ﷺ আমাকে নিষেধ করেন নি। আমার ফুফী ফাতিমা (রা.)ও কাঁদতে লাগলেন। এতে নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কাঁদ বা না-ই কাঁদ (উভয় সমান) তোমরা তাকে তুলে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। ইব্ন জুরাইজ (র.) মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা (রা.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٨٧. بَابُ الرَّجُلُ يَنْعٰى اِلٰى اَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

৭৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানো।

banglainternet.com

১. অর্থাৎ প্রথম বর্ণনায় রয়েছে ' مَا يُفْعَلُ بِيْ ' -আমার সংগে কি ব্যবহার করা হবে ? আর দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে ' مَا يُفْعَلُ بِهِ ' তাঁর সংগে কি ব্যবহার করা হবে ?

١١٧٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

১১৭৩ ইসমায়ীল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নাজাশী যে দিন মারা যান সেদিন-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবদ্ধ করে চার তাকবীর আদায় করলেন।

١١٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَاِنَّ عَيْنَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ .

১১৭৪ আবূ মা'মার (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মূতা যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনায়) বললেন ঃ যায়দ (রা.) পতাকা বহন করেছে তারপর শহীদ হয়েছে। তারপর জা'ফর (রা.) (পতাকা) হাতে নিয়েছে, সেও শহীদ হয়। তারপর আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা (রা.) (পতাকা) ধারণ করে এবং সেও শহীদ হয়। এ সংবাদ বলছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু' চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) পরামর্শ ছাড়াই (পতাকা) হাতে তুলে নেয় এবং তাঁর দ্বারা বিজয় সূচিত হয়।

٧٨٨. بَابُ الاِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِيْ

৭৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সংবাদ দেওয়া। আবূ রাফি' (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাকে কেন খবর দিলে না?

١١٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوْهُ لَيْلاً فَلَمَّا اَصْبَحَ اَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَامَنَعَكُمْ اَنْ تُعْلِمُوْنِيْ قَالُوْا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ اَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَاَتٰى قَبْرَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

banglainternet.com

১১৭৫ মুহাম্মদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেল। যার অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ খোঁজ-খবর নিতেন। তার মৃত্যু হয় এবং রাতেই লোকেরা তাঁকে দাফন

করেন। সকাল হলে তাঁরা (এ বিষয়ে) নবী করীম ﷺ -কে অবহিত করেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে সংবাদ দিতে তোমাদের কিসে বাধা দিল ? তারা বলল, তখন ছিল রাত এবং ঘোর অন্ধকার। তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমরা পসন্দ করিনি। তিনি ঐ ব্যক্তির কবরের কাছে গেলেন এবং তাঁর উপর সালাতে জানাযা আদায় করলেন।

٧٨٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ

৭৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়াবের আশায় সবর করার ফযীলত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আর সবরকারীদের সুসংবাদ প্রদান করুন"।

١١٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفّٰى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ .

১১৭৬ আবূ মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিমের তিনটি সন্তান সাবালিগ হওয়ার আগে মারা গেলে তাদের প্রতি তাঁর রহমত স্বরূপ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।

١١٧٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَاَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَقَالَ شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ .

১১৭৭ মুসলিম (র.).....আবূ সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তারপর তিনি একদিন তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন ঃ যে স্ত্রীলোকের তিনটি সন্তান মারা যায়, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করলেন, দু' সন্তান মারা গেলে ? তিনি বললেন, দু' সন্তান মারা গেলেও। শরীক (র.) ..... আবূ সায়ীদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যারা বালিগ হয়নি।

١١٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا .

banglainternet.com

১১৭৮ আলী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিমের

তিনটি (নাবালিগ) সন্তান মারা গেল, তারপরও সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে–এমন হবে না। তবে শুধু কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا "তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।"

٧٩٠. بَابُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اِصْبِرِيْ

৭৯০. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের কাছে কোন মহিলাকে বলা, সবর কর।

١١٧٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ اتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ .

১১৭৯ আদম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কবরের কাছে উপস্থিত এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন কাঁদছিল। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সবর কর।

٧٩١. بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوْئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا وَقَالَ سَعِيْدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ . وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ

৭৯১. অনুচ্ছেদ ঃ বরই পাতার পানি দ্বারা মৃতকে গোসল ও উযূ করানো। ইব্ন উমর (রা.) সায়ীদ ইব্ন যায়িদ (রা.) এক (মৃত) পুত্রকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন, তাকে বহন করলেন এবং জানাযার সালাত আদায় করলেন অথচ তিনি (নতুন) উযূ করেন নি। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, জীবিত ও মৃত কোন অবস্থায়ই মুসলিম অপবিত্র নয়। সা'দ (রা.) বলেন, (মৃতদেহ) অপবিত্র হলে আমি তা স্পর্শ করতাম না আর নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন অপবিত্র হয় না।

١١٨٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذَالِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ تَعْنِيْ اِزَارَهُ .

banglainternet.com

১১৮০ ইসমায়ীল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ -এর কন্যা (যায়নাব (রা.)-এর ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা তাকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিয়ে বললেন ঃ এটি তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

٧٩٢. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

৭৯২. অনুচ্ছেদ ঃ বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেওয়া মুস্তাহাব।

١١٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقٰى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوْبُ وَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِيْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيْهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ .

১১৮১ মুহাম্মদ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব (রা.)-এর ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা তাঁকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে, তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিকে দিয়ে বললেন ঃ এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ূব (র.) বলেছেন, হাফসা (র.) আমাকে মুহাম্মদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তবে তাঁর হাদীসে রয়েছে যে, তাকে বে-জোড় সংখ্যায় গোসল দিবে। আরও রয়েছে, তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার করে আরো তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং তার উযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।" তাতে একথাও রয়েছে– (বর্ণনাকারিণী) উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) বলেছেন, আমরা তার চুলগুলি আঁচড়ে তিনটি বেণী করে দিলাম।

٧٩٣. بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

banglainternet.com

৭৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা।

١١٨٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ

عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا .

১১৮২ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং উযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

٧٩٤. بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَيِّتِ

৭৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির উযূর স্থানসমূহ।

١١٨٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نُغَسِّلُهَا ابْدَؤُا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ .

১১৮৩ ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব রা.)-কে গোসল দিতে যাচ্ছিলাম, গোসল দেওয়ার সময় তিনি আমাদের বলেন ঃ তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং উযূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

٧٩٥. بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ إِزَارِ الرَّجُلِ

৭৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের ইযার দিয়ে মহিলার কাফন দেওয়া যায় কি ?

١١٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ .

১১৮৪ আবদুর রহমান ইবন হাম্মাদ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যার ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা তাকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর কোমর থেকে তাঁর চাদর (খুলে দিয়ে) বললেন ঃ এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরিয়ে দাও।

banglainternet.com

٧٩٦. بَابُ يُجْعَلُ الْكَافُوْرُ فِيْ آخِرِهِ

৭৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলে কর্পূর ব্যবহার করবে শেষবারে।

١١٨٥ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ اِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَاْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ .

১১৮৫ হামিদ ইবন উমর (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হল। নবী করীম ﷺ সেখানে গেলেন এবং বললেন ঃ তোমরা তাঁকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর (অথবা তিনি বলেন) 'কিছু কর্পূর' ব্যবহার করবে। গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) বলেন, আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ূব (র.) হাফসা (র.) সূত্রে উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি (উম্মে আতিয়্যাহ রা.) বলেছেন, তিনি ইরশাদ করেছিলেন ঃ তাঁকে তিন, পাঁচ, সাত বা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। হাফসা (র.) বলেন, আতিয়্যাহ (রা.) বলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলকে তিনটি বেণী বানিয়ে দেই।

٧٩٧. بَابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْاَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لاَ بَاْسَ اَنْ يُّنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

৭৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের চুল খুলে দেওয়া। ইবন সীরীন (র.) বলেছেন, মৃতের চুল খুলে দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

١١٨٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَيُّوْبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيْرِيْنَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا اُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَاْسَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ .

১১৮৬ আহমদ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যার মাথার চুল তিনটি বেণী করে দেন। তাঁরা তা খুলেছেন, এরপর তা ধুয়ে তিনটি বেণী করে দেন।

banglainternet.com

٧٩٨. بَابُ كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

৭৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে। হাসান (র.) বলেছেন, পঞ্চম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কামীসের নীচে উরুদ্বয় ও নিতম্বদ্বয় বেঁধে দিবে।

١١٨٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللاَّتِي بَايَعْنَ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ .

১১৮৭ আহ্‌মদ (র.)........আইয়্যুব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন সীরীন (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আনসারী মহিলা উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) আসলেন, যিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে বাইয়াতকারীদের অন্যতম। তিনি তাঁর এক ছেলে দেখার জন্য দ্রুত তার সাথে বাসরায় এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে পাননি। তখন তিনি আমাদের হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের কাছে তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার, অথবা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। আর শেষবারে কর্পূর দিও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমরা যখন শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এটাকে তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.)-এর বেশী বর্ণনা করেন নি। (আইয়্যুব (র.) বলেন) আমি জানি না, নবী ﷺ -এর কোন কন্যা ছিলেন? তিনি বলেন, 'اشعار' অর্থ গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। ইব্‌ন সীরীন (র.) মহিলা সম্পর্কে এইরূপই আদেশ করতেন যে, ভিতরের কাপড় (চাদরের মত পূর্ণ শরীরে) জড়িয়ে দিবে ইযারের মত ব্যবহার করবে না।

٧٩٩. بَابُ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ

৭৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের চুলকে তিনটি বেণী করা।

١١٨٨ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا .

banglainternet.com

১১৮৮ কাবীসা (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কন্যার কেশগুচ্ছ বেণী পাকিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ তিনটি বেণী। ওয়াকী' (র.) বলেন, সুফিয়ান (র.) বলেছেন, মাথার সামনের অংশে একটি বেণী এবং দু' পাশে দু'টি বেণী।

٨٠٠. بَابُ يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ

৮০০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার চুল তিনটি বেণী করে তার পিছনে রাখা।

١١٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ وَاجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ وَاَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا .

১১৮৯ মুসাদ্দাদ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইনতিকাল হলে। তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন ঃ তোমরা তাকে বরই পাতার পানি দিয়ে বে-জোড় সংখ্যক তিনবার পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে ততোধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর অথবা তিনি বলেছিলেন কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলগুলো তিনটি বেণী করে পিছনে রেখে দিলাম।

٨٠١. بَابُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ لِلْكَفَنِ

৮০১. অনুচ্ছেদ ঃ কাফনের জন্য সাদা কাপড়।

١١٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

১১৯০ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনখানা ইয়ামানী সাহুলী সাদা সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

banglainternet.com

٨٠٢. بَابُ الْكَفَنِ فِيْ ثَوْبَيْنِ

৮০২. অনুচ্ছেদ ঃ দু' কাপড়ে কাফন দেওয়া।

١١٩١ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

১১৯১ আবূ নু'মান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে ওয়াকূফ অবস্থায় হঠাৎ তার উটনী থেকে পড়ে যায়। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল। (এতে সে মারা যায়)। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মাথা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া[১] পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে।

٨٠٣. بَابُ الْحَنُوْطِ لِلْمَيِّتِ

৮০৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

١١٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَاَقْصَعَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

১১৯২ কুতাইবা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আরাফাতে ওয়াকূফ (অবস্থান) কালে হঠাৎ তার সাওয়ারী থেকে পড়ে যায়। ফলে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেন, দ্রুত মৃত্যুমুখে ফেলে দিল। (ফলে তিনি মারা গেলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও; তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করবে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত করবেন।

٨٠٤. بَابُ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

৮০৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন দেওয়া হবে।

١١٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ

banglainternet.com

১. ইহ্‌রাম অবস্থায় যে দু'আ পাঠ করা হয়.....اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা....এ দু'আকে তালবিয়া বলে।

وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا .

১১৯৩ আবূ নু'মান (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির উট তার ঘাড় মটকে দিল। (ফলে সে মারা গেল)। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে ছিলাম। সে ছিল ইহ্‌রাম অবস্থায়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তাকে মুলাব্বিদ[১] অবস্থায় উঠাবেন।

١١٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوْبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْعَصَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوْبُ يُلَبِّيْ وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِّيًا .

১১৯৪ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে আরাফাতে অবস্থান করছিল। সে তার সাওয়ারী থেকে পড়ে গেল। (পরবর্তী অংশের বর্ণনায়) আইয়ূব (র.) বলেন, 'فَوَقَصَتْهُ' তার ঘাড় মটকে দিল। আর আমর (র.) বলেন, ' فَأَقْعَصَتْهُ ' তাকে দ্রুত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিল। ফলে সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা, তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করা হবে-এ অবস্থায় যে, আইয়ূব (র.) বলেছেন, সে তালবিয়া পাঠ করছে আর আমর (র.) বলেন, সে তালবিয়া পাঠরত।

٨٠٥. بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْصِ الَّذِيْ يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ

৮০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন কামীস দিয়ে কাফন দেওয়া এবং কামীস ব্যতীত কাফন দেওয়া।

١١٩٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ فَقَالَ آذِنِّيْ أُصَلِّيْ عَلَيْهِ فَآذَنَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللّٰهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ

১. মুলাব্বিদ ঃ মাথার চুল এলোমেলো না হওয়ার জন্য মোম জাতীয় আঠালো দ্রব্য ব্যবহারকারী, এখানে ইহ্‌রামরত অবস্থা বুঝান হয়েছে।

banglainternet.com

خِيَرَتَيْنِ قَالَ اسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْ لاَتَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا .

১১৯৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (মুনাফিক সর্দার) এর মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি সাহাবী ছিলেন) নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি তা দিয়ে আমার পিতার কাফন পরাতে ইচ্ছা করি। আর আপনি তার জানাযা পড়বেন এবং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। নবী করীম ﷺ নিজের জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ আমাকে সংবাদ দিও, আমি তার জানাযা আদায় করব। তিনি তাঁকে সংবাদ দিলেন। যখন নবী করীম ﷺ তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছা করলেন, তখন উমর (রা.) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেন নি ? তিনি বললেন ঃ আমাকে তো দু'টির মধ্যে কোন একটি করার ইখ্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) আপনি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য মাগফিরাত কামনা করুন বা মাগফিরাত কামনা না-ই করুন (একই কথা) আপনি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন; কখনো আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না। কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন, তারপর নাযিল হল ঃ "তাদের কেউ মারা গেলে কখনও আপনি তাদের জানাযা আদায় করবেন না।"

١١٩٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ بَعْدَ مَادُفِنَ فَاَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ .

১১৯৬ মালিক ইব্ন ইস্মায়ীল (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে দাফন করার পর নবী ﷺ তার (কবরের) কাছে এলেন এবং তাকে বের করলেন। তারপর তার উপর থুথু দিলেন, আর নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন।

٨٠٦. بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيْصٍ

৮০৬. অনুচ্ছেদ ঃ কামীস ব্যতীত কাফন।

١١٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ سَحُوْلِيَّةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

banglainternet.com

১১৯৭ আবূ নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে তিন খানি সুতী সাদা সাহুলী (ইয়ামনী) কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

١١٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَبُوْ نُعَيْمٍ لَا يَقُوْلُ ثَلَاثَةٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ ثَلَاثَةٌ.

১১৯৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, তাতে কামীস ও পাগড়ী ছিল না। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আবূ নু'আইম (র.) 'ثَلَاثَةٌ' শব্দটি বলেন নি। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়ালীদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় 'ثَلَاثَةٌ' শব্দটি বলেছেন।

٨٠٧. بَابُ الْكَفَنِ لَا عِمَامَةَ

৮০৭. অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ী ব্যতীত কাফন।

١١٩٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

১১৯৯ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনখানা সাদা সাহুলী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোন কামীস ও পাগড়ী ছিল না।

٨٠٨. بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ الْحَنُوْطُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ اَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغُسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ

৮০৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া। আতা, যুহরী, আমর ইব্ন দীনার এবং কাতাদা (র.) একথা বলেছেন। আমর ইব্ন দীনার (র.) আরও বলেছেন, সুগন্ধিও সমস্ত সম্পদ থেকে দিতে হবে। ইব্রাহীম (র.) বলেছেন, (সম্পদ থেকে) প্রথমে কাফন তারপর ঋণ পরিশোধ, তারপর ওয়াসিয়াত পূরণ করতে হবে। সুফিয়ান (র.) বলেছেন, কবর ও গোসল দেওয়ার খরচও কাফনের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٠٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّيْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلَّا بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ اَوْ رَجُلٌ اٰخَرُ خَيْرٌ مِنِّيْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلَّا بُرْدَةٌ لَقَدْ خُشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ

banglainternet.com

قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِيْ حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ .

১২০০ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মাক্কী (র.).....সা'দ (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.)-কে খাবার দেওয়া হল। তখন তিনি বললেন, মুস্‌'আব ইব্‌ন উমাইর (রা.) শহীদ হন আর তিনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন অথচ তাঁর কাফনের জন্য একখানি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। হামযা (রা.) বা অপর এক ব্যক্তি শহীদ হন, তিনিও ছিলেন আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ, অথচ তাঁর কাফনের জন্যও একখানি চাদর ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই আমার আশংকা হয়, আমাদের নেক আমলের বিনিময় আমাদের এ পার্থিব জীবনে আগেই দেয়া হল। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন।

٨٠٩. بَابُ اِذَا لَمْ يُوْجَدْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

৮০৯. অনুচ্ছেদ ঃ একখানা কাপড় ব্যতীত আর কোন কাপড় পাওয়া না গেলে।

١٢٠١ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ كُفِّنَ فِيْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَاِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَاُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ .

১২০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).....ইব্‌রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, একদা আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.)-কে খাদ্য পরিবেশন করা হল, তখন তিনি সিয়াম পালন করছিলেন। তিনি বললেন, মুস্‌'আব ইব্‌ন উমাইর (রা.) শহীদ হন। তিনি ছিলেন, আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। (অথচ) তাঁকে এমন একখানা চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হল যে, তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর দু' পা ঢাকলে মাথা বাইরে থাকে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে পড়ে, তিনি আরও বলেছিলেন, হামযা (রা.) শহীদ হন। তিনিও ছিলেন আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। তারপর আমাদের জন্য পৃথিবীতে অত্যধিক প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে। আশংকা হয় যে, আমাদের নেক আমলগুলো (এর বিনিময়) আমাদের আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাদ্যও পরিহার করলেন।

٨١٠. بَابُ اِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا اِلاَّ مَا يُوَارِيْ رَأْسَهُ اَوْ قَدَمَيْهِ غُطِّيَ رَأْسُهُ

banglainternet.com

৮১০. অনুচ্ছেদ ঃ মাথা বা পা আবৃত করা যায় এতটুকু ব্যতীত অন্য কোন কাফন না পাওয়া গেলে, তা দিয়ে কেবল মাথা ঢাকা হবে।

১২০২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَانُكَفِّنُهُ اِلَّا بُرْدَةً اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَاْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَاْسُهُ ، فَاَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نُغَطِّىَ رَاْسَهُ وَاَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ .

১২০২ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র.).....খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সংগে মদীনা হিজরত করেছিলাম, এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র দরবারে নির্ধারিত হয়ে আছে। তারপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যান নি। তাঁদেরই একজন মুস'আব ইব্ন উমাইর (রা.) আর আমাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছেন যাঁদের অবদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। মুস'আব (রা.) উহুদের দিন শহীদ হলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য এমন একখানি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু' পা ঢেকে দিলে তাঁর মাথা বাইরে থাকে। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর দু' খানা পায়ের উপর ইযখির দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

٨١١. بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

৮১১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর যামানায় যে নিজের কাফন তৈরী করে রাখল, অথচ তাঁকে এতে নিষেধ করা হয়নি।

১২০৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوْجَةٍ فِيْهَا حَاشِيَتُهَا اَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِىْ فَجِئْتُ لاَكْسُوَكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ فَقَالَ اكْسُنِيْهَا مَا اَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِىُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهُ وَعَلِمْتَ اَنَّهُ لاَيَرُدُّ قَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِنَّمَا سَاَلْتُهُ لِتَكُوْنَ كَفَنِىْ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ .

১২০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ এর কাছে একখানা বুরদাহ (চাদর) নিয়ে এলেন যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল। সাহল (রা.) বললেন, তোমরা জান, বুরদাহ কি ? তারা বলল, চাদর। সাহল (রা.) বললেন, ঠিকই। মহিলা বললেন, চাদরখানি

banglainternet.com

আমি নিজ হাতে বুনেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি তা ইযাররূপে পরিধান করে আমাদের সামনে তাশরীফ আনেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, বাহ! এ যে কত সুন্দর। আমাকে তা পড়ার জন্য দান করুন। সাহাবীগণ বললেন, তুমি ভাল কর নি। নবী ﷺ তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছেন ; তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা আমার কাফন হয়। সাহল (রা.) বলেন, শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই হয়েছিল।

٨١٢. بَابُ اِتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

৮১২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পিছনে মহিলাদের অনুগমণ।

١٢٠٤ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

১২০৪ কাবীসা ইব্‌ন উক্‌বা (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার অনুগমণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয়নি।

٨١٣. بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

৮১৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য স্ত্রীলোকের শোক প্রকাশ।

١٢٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا . فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثِ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِيْنَا اَنْ نُحِدَّ اَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ اِلَّا بِزَوْجٍ .

১২০৫ মুসাদ্দাদ (র.).....মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.)-এর এক পুত্রের ইন্‌তিকাল হল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনিয়ে ব্যবহার করলেন, আর বললেন, স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

١٢٠٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ اَبِيْ سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ اِنَّيْ كُنْتُ عَنْ هٰذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا اَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

banglainternet.com

يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১২০৬ হুমাইদী (র.).....যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শাম (সিরিয়া) থেকে আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তার তৃতীয় দিন উম্মে হাবীবা (রা.) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনলেন এবং তাঁর উভয় গাল ও বাহুতে মাখলেন। তারপর বললেন, অবশ্য আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি আমি নবী করীম ﷺ-কে এ কথা বলতে না শোনতাম যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। অবশ্য স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

١٢٠٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১২০৭ ইস্‌মায়ীল (র.).....যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা.)-র কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (হালাল)। তারপর যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.)-এর ভাইয়ের মৃত্যু হলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি কিছু সুগন্ধি আনিয়ে তা ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন, সুগন্ধি ব্যবহারে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবু যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়িয নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (পালন করবে)।

banglainternet.com

٨١٤. بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

৮১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত।

١٢٠٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَاَةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ قَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ قَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّىْ اِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِىْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى .

১২০৮ আদম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মুসিবত আসেনি। তিনি নবী ﷺ-কে চিনতে পারেন নি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী ﷺ। তখন তিনি নবী ﷺ-এর দুয়ারে হাযির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই।

٨١٥. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ اِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذَنْبًا اِلٰى حِمْلِهَا لَايُحْمَلُ مِنْهُ شَيْئٌ وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِىْ غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৮১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ – এর বাণী ঃ পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়, যদি বিলাপ করা তার অভ্যাস হয়ে থাকে ।কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর ।(সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৬) এবং নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কিন্তু তা যদি তার অভ্যাস না হয়ে থাকে তা হলে তার বিধান হবে যা আয়িশা (রা.) উদ্ধৃত করেছেন ঃ নিজ বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা ফাতির ঃ ১৮)। আর এ হলো আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর ন্যায়– "কোন (গুনাহের) বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি কাকেও তা বহন করতে আহবান করে তবে তা থেকে এর কিছুই বহন করা হবে না ।(সূরা ফাতির ঃ ১৮)। আর বিলাপ ছাড়া

banglainternet.com

কান্নার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেনঃ অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করা হলে সে খুনের অপরাধের অংশ প্রথম আদম সন্তান (কাবিল) এর উপর বর্তাবে। আর তা এ কারণে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি যে খুনের প্রবর্তন করেছে।

١٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ اِلَيْهِ اِنَّ ابْنًا لِيْ قُبِضَ فَائْتِنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ اَنَّهُ قَالَ كَاَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

১২০৯ আবদান ও মুহাম্মদ (র.).....উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কন্যা (যায়নাব) তাঁর খিদমতে লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাকে) সালাম দিবে এবং বলবে ঃ আল্লাহ্‌রই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইব্ন উবাদা, মু'আয ইব্ন জাবাল, উবাই ইব্ন কা'ব, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তুলে দেওয়া হল। তখন তার জান ছটফট করছিল। রাবী বলেন, আমার ধারনা যে, তিনি এ বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (আওয়ায হচ্ছিল)। আর নবী ﷺ -এর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একি ? তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দার অন্তরে আমানত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ পাক তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।

١٢١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ وَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا .

১২১০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক কন্যা (উম্মে কুলসুম রা.)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ্

banglainternet.com

কবরের পাশে বসেছিলেন। আনাস (রা.) বলেন, তখন আমি তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরতে দেখলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে আজ রাতে স্ত্রী মিলন করে নি ? আবূ তালহা (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা হলে তুমি (কবরে) অবতরণ কর। রাবী বলেন, তখন তিনি (আবূ তালহা (রা.) তাঁর কবরে অবতরণ করলেন।

١٢١١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَاِنِّىْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا اَوْقَالَ جَلَسْتُ اِلَى اَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُ فَجَلَسَ اِلَى جَنْبِىْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلاَ تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلَاءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا صُهَيْبٌ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اُدْعُهُ لِىْ فَرَجَعْتُ اِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَلَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِىْ يَقُوْلُ وَااَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ اَتَبْكِىْ عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ وَاللّٰهِ مَاحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ وَاللّٰهِ مَاقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا شَيْئًا .

১২১১ আবদান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কায় উসমান (রা.)-এর এক কন্যার ওফাত হল। আমরা সেখানে (জানাযায়) শরীক হওয়ার জন্য গেলাম। ইব্ন উমর এবং ইব্ন আব্বাস (রা.)ও সেখানে হাযির হলেন। আমি তাঁদের দু'জনের মাঝে বসা ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলাম, পরে অন্যজন এসে আমার পাশে বসলেন। (কান্নার আওয়ায শুনে) ইব্ন উমর (রা.) আমর ইব্ন উসমানকে বললেন, তুমি কেন কাঁদতে নিষেধ করছ না ? কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, উমর (রা.)ও এ রকম কিছু বলতেন। এরপর ইব্ন আব্বাস

banglainternet.com

(রা.) বর্ণনা করলেন, উমর (রা.)-এর সাথে মক্কা থেকে ফিরছিলাম। আমরা বায়দা (নামক স্থানে) পৌঁছলে উমর (রা.) বাবলা গাছের ছায়ায় একটি কাফেলা দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, গিয়ে দেখো তো এ কাফেলা কারা? ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম সেখানে সুহাইব (রা.) রয়েছেন। আমি তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন, তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। আমি সুহাইব (রা.)-এর নিকটে আবার গেলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সংগে সাক্ষাত করুন। এরপর যখন উমর (রা.) (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) তাঁর কাছে এসে এ বলে কাঁদতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে উমর (রা.) তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার আপন জনের কোন কোন কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে আযাব দেওয়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, উমর (রা.)-এর ওফাতের পর আয়িশা (রা.)-এর কাছে আমি উমর (রা.)-এর এ উক্তি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ উমর (রা.)-কে রহম করুন। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা বলেন নি যে, আল্লাহ্ ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তিকে, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দিবেন। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে। এরপর আয়িশা (রা.) বললেন, আল্লাহ্র কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট (ইরশাদ হয়েছে) ঃ 'বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না'। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ্ই (বান্দাকে) হাসান এবং কাঁদান। রাবী ইব্ন আবূ মুলাইকা (র.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! (একথা শুনে) ইব্ন উমর (রা.) কোন মন্তব্য করলেন না।

١٢١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِىْ عَلَيْهَا اَهْلُهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا .

১২১২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদী মেয়েলোকের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন তিনি বললেন ঃ তারা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে। অথচ তাকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

١٢١٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ وَا اَخَاهُ قَالَ عُمَرُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ .

১২১৩ ইসমায়ীল ইব্ন খলীল (র.).....আবূ বুরদার পিতা (আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর (রা.) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) হায়! আমার ভাই! বলতে লাগলেন। উমর (রা.) বললেন, তুমি কি জান না, যে নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ জীবিতদের কান্নার কারণে অবশ্যই মৃতদের আযাব দেওয়া হয়?

banglainternet.com

٨١٦. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ عَلَى أَبِيْ سُلَيْمَانَ مَالَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ

৮১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ অপসন্দনীয়। উমর (রা.) বলেন, আবূ সুলাইমান (খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)-এর জন্য) তাঁর (পরিবার পরিজনকে) কাঁদতে দাও। যতক্ষণ 'نَقْعٌ' (নাক্') কিংবা 'لَقْلَقَةٌ' (লাকলাকা) না হয়। নাক্' হল, মাথায় মাটি নিক্ষেপ, আর 'লাকলাকা' হল, চিৎকার।

١٢١٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ .

১২১৪ আবূ নু'আইম (র.).....মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। (মুগীরা (রা.) আরও বলেছেন,) আমি নবী ﷺ-কে আরও বলতে শুনেছি, যে (মৃত) ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে বিলাপকৃত বিষয়ের উপর আযাব দেওয়া হবে।

١٢١٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ أُدَمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ .

১২১৫ আবদান (র.).....উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য কৃত বিলাপের বিষয়ের উপর কবরে আযাব দেওয়া হয়। আবদুল আ'লা (র.)..... কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনায় আবদান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। আদম (র.) শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়।

٨١٧. بَابُ

৮১৭. অনুচ্ছেদ ঃ

banglainternet.com

١٢١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيْءَ بِأَبِيْ يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتّٰى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا

فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِيْ أَوْ لَا تَبْكِيْ فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ .

১২১৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে অংগ প্রত্যংগ কর্তিত অবস্থায় নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে রাখা হল। তখন একখানি কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি তাঁর উপর থেকে আবরণ উন্মোচন করতে আসলে, আমার কাওমের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। পুনরায় আমি আবরণ উন্মুক্ত করতে থাকলে আমার কাওমের লোকেরা (আবার) আমাকে নিষেধ করল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হল। তখন তিনি এক রোদনকারিনীর আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে ? লোকেরা বলল, আমরের মেয়ে অথবা (তারা বলল,) আমরের বোন। তিনি বললেন, কাঁদো কেন ? অথবা বলেছেন, কেঁদো না। কেননা, তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পাখা বিস্তার করে তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।

٨١٨. بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ

৮১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যারা জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

١٢١٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৭ আবূ নু'আইম (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যারা (মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলীয়াত যুগের মত চীৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

٨١٩. بَابُ رِثَى النَّبِيِّ ﷺ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

৮১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইব্ন খাওলা (রা.)-এর প্রতি নবী ﷺ -এর শোক প্রকাশ।

١٢١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ فَقُلْتُ إِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُوْمَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَوْ كَبِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَإِنَّكَ

banglainternet.com

لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ امْرَاتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

১২১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আসতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে আরয করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার ওয়ারিস নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি ? তিনি বললন, না। আমি আবার আরয করলাম, তা হলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদের অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া মানুষের কাছে হাত পাতার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমন কি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে) আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের থেকে পিছনে থেকে যাব ? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাক, তা হলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তা ছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্ ! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সা'দ ইব্ন খাওলার জন্য (এ বলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল।

٨٢٠. بَابُ مَايُنْهٰى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَجِعَ اَبُوْ مُوْسٰى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَاْسُهُ فِيْ حَجْرِ امْرَاَةٍ مِنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

banglainternet.com

৮২০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসীবতে মাথা মুড়ানো নিষেধ। হাকাম ইব্ন মূসা (র.) আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) কঠিন রোগে

আক্রান্ত হলেন। এমন কি তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মাথা তাঁর পরিবারস্থ কোন এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোন জওয়াব দিতে পারছিলেন না। চেতনা ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সংগে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন—যারা চিৎকার করে কাঁদে, যারা মাথা মুড়ায় এবং যারা জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।

٨٢١. بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ

৮২১. অনুচ্ছেদ ঃ যারা গাল চাপড়ায় তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

١٢١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার(র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যারা শোকে গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে ও জাহিলীয়াত যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

٨٢٢. بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

৮২২. অনুচ্ছেদ ঃ বিপদকালে হায়, ধ্বংস বলা ও জাহিলীয়াত যুগের মত চিৎকার করা নিষেধ।

١٢٢٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২২০ উমর ইব্ন হাফ্স (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যারা (শোকে) গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয় তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

٨٢٣. بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ

banglainternet.com

৮২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুসীবতকালে এমনভাবে বসে পড়ে যে, তার মধ্যে দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

١٢٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللَّهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (মুতা-র যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) নবী ﷺ এর খিদমতে (যায়িদ) ইব্‌ন হারিসা, জাফর ও ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি (এমনভাবে) বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আমি (আয়িশা (রা.) দরওয়াযার ফাঁক দিয়ে তা দেখছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জাফর (রা.)-এর পরিবারের মহিলাদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে (কাঁদতে) নিষেধ করেন, লোকটি চলে গেলো এবং দ্বিতীয়বার এসে (বলল) তারা তাঁর কথা মানেনি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তাঁদেরকে নিষেধ করো। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা আমাদের হার মানিয়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তখন নবী ﷺ (বিরক্তির সাথে) বললেনঃ তা হলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমার নাকে ধূলি মিলিয়ে দেন।[1] তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশ পালন করতে পারনি। অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বিরক্ত করতেও কসূর করনি।

١٢٢٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ .

১২২২ আমর ইব্‌ন আলী (র.).........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (বীর-ই-মাউনার ঘটনায়) ক্বারী (সাহাবীগণের) শাহাদতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ফজরের সালাতে) একমাস যাবত কুনূত-ই-নাযিলা[2] পড়েছিলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি আর কখনো এর চাইতে অধিক শোকাভিভূত হতে দেখিনি।

---

১. ' أَرْغَمَ اللَّهُ ' ঃ আরবী ব্যবহারে বাক্যটি তোমাকে অপসন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন করুন ও তোমাকে লজ্জিত, অপমানিত করুন, অর্থে ব্যবহৃত।

২. কুনূত-ই-নাযিলা ঃ মুসলমানদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সার্বিক বিপদকালে ফজরের সালাতে দ্বিতীয় রাকা'আতের রুকূ'র পর দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে বিশেষ দু'আ পড়েন, (মুক্তাদীগণ আমীন আমীন, বলতে থাকেন। এ দু'আকে কুনূত-ই-নাযিলা বলা হয়।

banglainternet.com

٨٢٤. بَابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَقَالَ يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِنَّمَا اَشْكُوْ بَثِّى وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ

৮২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ না করা। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র.) বলেন, অস্থিরতা হচ্ছে মন্দ বাক্য উচ্চারণ করা, কুধারণা পোষণ করা। ইয়াকূব আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ "আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করছি।"

١٢٢٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اشْتَكٰى ابْنٌ لاَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ خَارِجٌ ، فَلَمَّا رَاَتِ امْرَاَتُهُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّاَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِىْ جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلاَمُ قَالَتْ قَدْ هَدَاَتْ نَفْسُهُ وَاَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا اَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَعْلَمَتْهُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اَخْبَرَ النَّبِىَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِىْ لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ اَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ .

১২২৩ বিশ্র ইব্ন হাকাম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা.)-এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাবী বলেন,সে মারা গেল। তখন আবূ তালহা (রা.) বাড়ীর বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন যে, ছেলেটি মারা গেছে, তখন তিনি কিছু প্রস্তুতি নিলেন।[১] এবং ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন। আবূ তালহা (রা.) বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন ? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, তার আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে। আবূ তালহা (রা.) ভাবলেন, তাঁর স্ত্রী সত্য বলেছেন। রাবী বলেন, তিনি রাত যাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন। তিনি বাইরে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী তাঁকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর সংগে (ফজরের) সালাত আদায় করলেন। তারপর নবী ﷺ-কে তাঁদের রাতের ঘটনা জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ আশা করা যায়, আল্লাহ্ পাক তোমাদের এ রাতে বরকত দিবেন। সুফিয়ান (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি (আবূ তালহা (রা.) দম্পতির নয়জন সন্তান দেখেছি, তাঁরা সবাই কুরআন সম্পর্কে দক্ষ ছিলেন।

১. যাতে স্বামী ব্যাপারটি বুঝতে না পারেন তজ্জন্য তিনি নিজেই শিশুটির গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করলেন, অথবা স্বামীর খানাদাওয়া প্রস্তুত করলেন, অথবা স্বামীর সংগলাভের জন্য সাজ-সজ্জার প্রস্তুতি নিলেন।

banglainternet.com

٨٢٥. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ، الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ وَقَوْلُهُ : وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ .

৮২৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর। উমর (রা.) বলেন, কতই না উত্তম দুই ঈদ্‌ল এবং কতই না উত্তম ইলাওয়াহ্ [১] (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহ্‌রই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তাঁরা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে করুণা, রাহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৬-১৫৭) আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, আর নিশ্চিতভাবে এ কাজ বিনীতদের ব্যতীত অন্য সকলের জন্য সুকঠিন। (সূরা বাকারা ঃ ৪৫)

١٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى .

১২২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর।

٨٢٦. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ

৮২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর বাণী ঃ তোমার কারণে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। ইব্‌ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, (বিপদে) চোখ অশ্রুসজল হয়, হৃদয় হয় ব্যথিত।

١٢٢٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِيْ سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ

banglainternet.com

১. উটের পিঠের দুই পার্শ্বের বোঝাকে ঈদ্‌লান বলা হয় এবং তার উপরে মধ্যবর্তী স্থানে যে বোঝা রাখা হয় তাকে ইলাওয়াহ্ বলা হয়।

فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَاابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ اِلاَّ مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ رَوَاهُ مُوْسٰى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২২৫ হাসান ইব্ন আবদুল আযীয (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আবূ সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী-তনয়) ইবরাহীম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তাঁকে নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আর একদিন) আমরা তাঁর (আবূ সায়ফ্-এর) বাড়ীতে গেলাম। তখন ইবরাহীম (রা.) মুমূর্ষ অবস্থায়। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উভয় চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর আপনিও? (কাঁদছেন?) তখন তিনি বললেন ঃ ইব্ন আওফ, এ হচ্ছে মায়া-মমতা। তারপর পুনঃবার অশ্রু ঝরতে থাকল, এরপর তিনি বললেন ঃ অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পসন্দ করেন। আর হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। মূসা (র.).....আনাস (রা.) নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٨٢٧. بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

৮২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পীড়িত ব্যক্তির কাছে কান্নাকাটি করা।

١٢٢٦ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوٰى لَهُ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ ابْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِيْ غَاشِيَةِ اَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضٰى قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ اَوْ يَرْحَمُ وَاِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِيْ بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِيْ بِالتُّرَابِ .

banglainternet.com

১২২৬ আসবাগ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা.) রোগাক্রান্ত হলেন। নবী ﷺ, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস

এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.)-কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে পরিজন-বেষ্টিত দেখতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে! তাঁরা বললেন, না। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন নবী ﷺ কেঁদে ফেললেন। নবী ﷺ-এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ শুনে রাখ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে আযাব দিবেন না। তিনি আযাব দিবেন এর কারণে (এ বলে) জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন। আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিজনের বিলাপের কারণে তাকে আযাব দেওয়া হয়। উমর (রা.) এ (ধরণের কান্নার) কারণে লাঠি দ্বারা প্রহার করতেন, কংকর নিক্ষেপ করতেন বা মাটি ছুড়ে মারতেন।

٨٢٨. بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ

৮২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কান্না ও বিলাপ নিষিদ্ধ হওয়া এবং তাতে বাধা প্রদান করা।

١٢٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ بِاَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتٰى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ اَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَاَمَرَهُ الثَّانِيَةَ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتٰى فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِيْ اَوْغَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَاحْثُ فِيْ اَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ فَوَاللّٰهِ مَاَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২২৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) যায়দ ইব্ন হারিসা, জা'ফর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাত লাভের খবর পৌঁছলে নবী ﷺ বসে পড়লেন; তাঁর মধ্যে শোকের চিহ্ন প্রকাশ পেল। আমি (আয়িশা (রা.) দরওয়াযার ফাঁক দিয়ে ঝুঁকে তা দেখছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে সম্বোধন করেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জা'ফর (রা.)-এর (পরিবারের) মহিলাগণের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তাঁদের নিষেধ করার জন্য তাকে আদেশ করলেন। সেই ব্যক্তি চলে গেলেন। পরে এসে বললেন, আমি তাঁদের নিষেধ করেছি। তিনি উল্লেখ করলেন যে, তারা তাঁকে মানেনি। তিনি তাঁদের নিষেধ করার জন্য দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি চলে গেলেন এবং আবার এসে বললেন, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তাঁরা আমাকে (বা বলেছেন আমাদেরকে) হার মানিয়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ বললেন, তা হলে তাঁদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারো। (আয়িশা (রা.) বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমার নাক ধুলি

banglainternet.com

মিশ্রিত করুন। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা করতে পারছ না আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিরক্ত করতেও কসূর করো নি।

١٢٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لاَ نَنُوْحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَاَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ اَبِيْ سَبْرَةَ امْرَاَةُ مُعَاذٍ وَامْرَاَتَيْنِ اَوِ ابْنَةُ اَبِيْ سَبْرَةَ وَامْرَاَةُ مُعَاذٍ وَامْرَاَةٌ اُخْرٰى .

১২২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বাই'আত গ্রহণকালে আমাদের কাছ থেকে এ অংগীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (কোন মৃতের জন্য) বিলাপ করব না।.....আমাদের মধ্য হতে পাঁচজন মহিলা উম্মু সুলাইম, উম্মুল 'আলা, আবূ সাবরাহ্‌র কন্যা মু'আযের স্ত্রী, আরো দু'জন মহিলা বা মু'আযের স্ত্রী ও আরেকজন মহিলা ব্যতীত কোন নারীই সে অংগীকার রক্ষা করে নি।

٨٢٩. بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

৮২৯. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ানো।

١٢٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ .

১২২৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আমির ইব্‌ন রাবী'আ (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা (যেতে) দেখলে তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। হুমায়দী আরও উল্লেখ করেছেন, তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া বা মাটিতে নামিয়ে রাখা পর্যন্ত।

٨٣٠. بَابُ مَتٰى يَقْعُدُ اِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

৮৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ানো হলে কখন বসবে।

١٢٣٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ.

১২৩০ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র.).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে, এরপর যারা তার অনুগামী হবে, তারা তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

banglainternet.com

١٢٣١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ اَنْ تُوْضَعَ فَجَاءَ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَدَقَ .

১২৩১ আহমদ ইবন ইউনুস (র.).....সায়ীদ মাকবুরী (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি জানাযায় শরীক হলাম। (সেখানে) আবূ হুরায়রা (রা.) মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং তাঁরা জানাযা নামিয়ে রাখার আগেই বসে পড়লেন। তখন আবূ সায়ীদ (রা.) এগিয়ে এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, দাঁড়িয়ে পড়ুন! আল্লাহ্‌র কসম! ইনি (আবূ হুরায়রা (রা.) তো জানেন যে, নবী ﷺ ঐ কাজ করতে (জানাযা নামিয়ে রাখার আগে বসতে) নিষেধ করেছেন। তখন আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।

٨٣١. بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعُدُ حَتّٰى تُوْضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَاِنْ قَعَدَ اُمِرَ بِالْقِيَامِ

৮৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমণ করবে, সে লোকদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না আর বসে পড়লে তাকে দাঁড়াবার আদেশ করা হবে।

١٢٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى يُخَلِّفَهَا اَوْ تُخَلِّفَهُ اَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخَلِّفَهُ .

১২৩২ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আমর ইবন রাবী'আ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ জানাযা যেতে দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে, বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে যায়, অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার পূর্বে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়।

٨٣٢. بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِىٍّ

৮৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইয়াহূদীর জানাযা দেখে দাঁড়ায়।

١٢٣٣ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مُرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا .

banglainternet.com

১২৩৩ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। নবী ﷺ তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ তো এক ইয়াহূদীর জানাযা। তিনি বললেন ঃ তোমরা যে কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে।

١٢٣٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرُّوْا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا اِنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اَيْ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالاَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ اَلَيْسَتْ نَفْسًا * وَقَالَ اَبُوْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى كَانَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَقَيْسٌ يَقُوْمَانِ لِلْجَنَازَةِ .

১২৩৪ আদম (র.).....আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ ও কায়স ইব্ন সা'দ (রা.) কাদেসিয়াতে বসাছিলেন, তখন লোকেরা তাঁদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। (তা দেখে) তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হল, এটাতো এ দেশীয় জিম্মী ব্যক্তির (অমুসলিম সংখ্যালঘু)-র জানাযা। তখন তাঁরা বললেন, (একবার) নবী ﷺ এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, এটা তো এক ইয়াহূদীর জানাযা। তিনি এরশাদ করলেন ঃ সে কি মানুষ নয়? আবূ হামযা (র.)..... ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহ্ল এবং কায়স (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁরা দু'জন বললেন, আমরা নবী ﷺ এর সংগে ছিলাম। যাকারিয়া (র.) সূত্রে ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আবূ মাসউদ ও কায়স (রা.) জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন।

٨٣٣. بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُوْنَ النِّسَاءِ

৮৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষরা জানাযা বহণ করবে মহিলারা নয়।

١٢٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ .

banglainternet.com

১২৩৫ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং পুরুষরা তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন সে নেক্‌কার হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর নেক্‌কার না হলে সে বলতে থাকে, হায় আফসূস! তোমরা এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

٨٣٤. بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ ، وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْتُمْ مُشَيِّعُوْنَ فَامْشُوْا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيْبًا مِنْهَا

৮৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার কাজ দ্রুত সম্পাদন করা। আনাস (রা.) বলেন, তোমরা (জানাযাকে) বিদায় দানকারী। অতএব, তোমরা তার সামনে, পিছনে এবং ডানে বামে চলবে। অন্যান্যরা বলেছেন, তার কাছে কাছে (চলবে)।

١٢٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১২৩৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পূণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি অকল্যাণ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেলছ।

٨٣٥. بَابُ قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجَنَازَةِ قَدِّمُوْنِيْ

৮৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ খাটিয়ায়[১] থাকাকালে মৃত ব্যক্তির উক্তি ঃ আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল।

١٢٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا وُضِعَتِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ .

১২৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)..... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী

banglainternet.com

১. 'الجنازة' শব্দটির প্রথম অক্ষর জীম-'যবর' বিশিষ্ট হলে তার অর্থ-জানাযা, মৃত ব্যক্তি, লাশ, আর প্রথম অক্ষর 'যের' বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে, জানাযা বহনের খাটিয়া বা খাট।

করীম ﷺ বলতেন ঃ যখন জানাযা (খাটিয়ায়) রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে নেক্কার হলে, তখন বলতে থাকে আমাকে সামনে এগিয়ে দাও। আর নেক্কার না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসূস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? মানুষ জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্য সজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

٨٣٦. بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

৮৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতের ইমামের পিছনে দু' বা তিন কাতারে দাঁড়ানো।

١٢٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيْ أَوِ الثَّالِثِ .

১২৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) নাজাশীর জানাযা আদায় করেন। আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

٨٣٧. بَابُ الصُّفُوْفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

৮৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতের কাতার।

١٢٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

১২৩৯ মুসাদ্দাদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ শোনালেন, পরে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হলে তিনি চার তাক্বীরে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন।

١٢٤٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

১২৪০ মুসলিম (র.).....শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী যিনি নবী ﷺ এর সংগে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ একটি পৃথক কবরের কাছে গমণ করলেন এবং লোকদের কাতারবদ্ধ করে চার তাক্বীরের সংগে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন। (শায়বানী (র.) বলেন) আমি শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ হাদীস আপনাকে কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা.)।

banglainternet.com

١٢٤١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ

اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيْ .

১২৪১ ইবরাহীম ইবন মূসা (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ আজ হাবশা দেশের (আবিসিনিয়ার) একজন নেককার লোকের ওফাত হয়েছে, তোমরা এসো তাঁর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, আমরা তখন কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে নবী ﷺ (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, আমরা ছিলাম কয়েক কাতার। আবূ যুবাইর (র.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জাবির (রা.) বলেছেন, আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

٨٣٨. بَابُ صُفُوْفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

৮৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে পুরুষদের সাথে বালকদের কাতার।

١٢٤٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتٰى دُفِنَ لَهٰذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَفَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِيْ قَالُوْا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

১২৪২ মূসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক (ব্যক্তির) কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, একে কখন দাফন করা হল? সাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন ? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁকে রাতের আঁধারে দাফন করেছিলাম, তাই আপনাকে জাগানো পসন্দ করিনি। তখন তিনি (সেখানে) দাঁড়িয়ে গেলেন। আমারাও তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর (জানাযার) সালাত আদায় করলেন।

٨٣٩. بَابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةً وَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ وَقَالَ صَلُّوْا عَلَى النَّجَاشِيِّ سَمَّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيْهَا رُكُوْعٌ وَلاَ سُجُوْدٌ وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيْهَا وَفِيْهَا تَكْبِيْرٌ وَتَسْلِيْمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّيْ اِلاَّ طَاهِرًا وَلاَ يُصَلِّيْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ

banglainternet.com

وَقَالَ الْحَسَنُ اَدْرَكْتُ النَّاسَ وَاَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوْهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ وَاِذَا اَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ وَاِذَا انْتَهَى اِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيْرَةٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ اَرْبَعًا، وَقَالَ اَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَكْبِيْرَةُ الْوَاحِدَةِ اِسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَفِيْهِ صُفُوْفٌ وَاِمَامٌ

৮৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতের নিয়ম। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে....। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সংগীর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর। নবী ﷺ একে সালাত বলেছেন, (অথচ) এর মধ্যে রুকূ' ও সিজ্‌দা নেই এবং এতে কথা বলা যায় না, এতে রয়েছে তাক্‌বীর ও তাসলীম। ইব্‌ন উমর (রা.) পবিত্রতা ছাড়া (জানাযার) সালাত আদায় করতেন না। এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কালে এ সালাত আদায় করতেন না। (তাক্‌বীর কালে) দু' হাত উত্তোলন করতেন। হাসান (বাসরী) (র.) বলেন, আমি সাহাবীগণকে এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তাঁদের জানাযার সালাতের (ইমামতের) জন্য তাঁকেই অধিকতর যোগ্য মনে করা হত, যাকে তাঁদের ফরয সালাতসমূহে (ইমামতের) জন্য তাঁরা পসন্দ করতেন। ঈদের দিন (সালাত কালে) বা জানাযার সালাত আদায় কালে কারো অযূ নষ্ট হয়ে গেলে, তিনি পানি তালাশ করতেন, তায়াম্মুম করতেন না। কেউ জানাযার কাছে পৌঁছে, লোকদের সালাত রত দেখলে তাক্‌বীর বলে তাতে শামীল হয়ে যেতেন। ইব্‌ন মুসায়্যাব রে.) বলেছেন, দিনে হোক বা রাতে, বিদেশে হোক কিংবা দেশে (জানাযার সালাতে) চার তাক্‌বীরই বলবে। আনাস (রা.) বলেছেন, (প্রথম) এক তাক্‌বীর হল সালাত এর উদ্বোধন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনও তার জন্য সালাত (জানাযা) আদায় করবে না। (সূরা তাওবা) এ ছাড়াও জানাযার সালাতে রয়েছে একাধিক কাতার ও ইমাম (থাকার বিধান)।

١٢٤٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَاَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا اَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

১২৪৩ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.).....শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি তোমাদের নবী ﷺ-এর সংগে একটি পৃথক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) ইমামতি করলেন, আমরা তাঁর পিছনে কাতার করলাম এবং সালাত আদায় করলাম। (শায়বানী (র.) বলেন,) আমরা (শা'বীকে) জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আমর! আপনাকে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)।

banglainternet.com

٨٤٠. بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِيْ عَلَيْكَ ، وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ اِذْنًا وَلٰكِنْ مَنْ صَلّٰى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ

৮৪০. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার অনুগমণ করার ফযীলত। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) বলেন, জানাযার সালাত আদায় করলে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করলে। হুমাইদ ইব্ন হিলাল (র.) বলেন, জানাযার সালাতের পর (চলে যাওয়ার ব্যাপারে) অনুমতি গ্রহণের কথা আমার জানা নেই, তবে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে চলে যায়, সে এক কীরাত (সাওয়াবের) অধিকারী হয়।

١٢٤٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَقَالَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِيْ عَائِشَةَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ .

১২৪৪ আবূ নু'মান(র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করা হল যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলে থাকেন, যিনি জানাযার অনুগমণ করবেন তিনি এক কীরাত (পরিমাণ) সাওয়াবের অধিকারী হবেন। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা (রা.) আমাদের বেশী বেশী হাদীস শোনান। তবে আয়িশা (রা.) এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.)-কে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ হাদীস বলতে শুনেছি। ইব্ন উমর (রা.) বললেন, তা হলে তো আমরা অনেক কীরাত (সাওয়াব) হারিয়ে ফেলেছি। 'فَرَّطْتُ' এর অর্থ আল্লাহ্র আদেশ আমি খুইয়ে ফেলেছি।

٨٤١. بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتّٰى تُدْفَنَ

৮৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

١٢٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَ ح حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّيَ

banglainternet.com

فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ .

১২৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ও আহ্মাদ ইব্ন শাবীব ইব্ন সায়ীদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত (সাওয়াব), আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু' কীরাত (সাওয়াব)। জিজ্ঞাসা করা হল দু' কীরাত কি ? তিনি বললেন, দু' টি বিশাল পর্বত সমতুল্য।

٨٤٢. بَابُ صَلاَةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

৮৪২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে বয়স্কদের সাথে বালকদেরও শরীক হওয়া।

١٢٤٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوْا هٰذَا دُفِنَ اَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ ، قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا .

১২৪৬ ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কবরের কাছে তাশরীফ আনেন। সাহাবাগণ বললেন, একে গতরাতে দাফন করা হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٨٤٣. بَابُ صَلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلّٰى وَالْمَسْجِدِ

৮৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লা (ঈদগাহ বা জানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানে) এবং মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা।

١٢٤٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَعٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلّٰى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا .

১২৪৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) নাজাশীর মৃত্যুর দিনই আমাদের তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানান এবং ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাই-এর (নাজাশীর) জন্য ইস্তিগফার কর। আর ইব্ন শিহাব সায়ীদ ইব্ন

banglainternet.com

মুসায়্যাব (র.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে মুসাল্লায় কাতার করলেন, এরপর চার তাক্‌বীর আদায় করেন।

١٢٤٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ .

১২৪৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এর কাছে (খায়বারের) ইয়াহূদীরা তাদের এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোককে হাযির করল, যারা যিনা করেছিল। তখন তিনি তাদের উভয়কে (রজম করার) নির্দেশ দেন। মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের কাছে তাদের দু' জনকে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করা হল।

٨٤٤. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ : أَلاَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا ، فَأَجَابَهُ الآخَرُ بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا

৮৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপরে মসজিদ বানানো অপসন্দনীয়। হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা.)–এর ওফাত হলে তাঁর স্ত্রী এক বছর যাবৎ তাঁর কবরের উপর একটি কুব্‌বা (তাঁবু) স্থাপন করে রাখেন, পরে তিনি সেটা উঠিয়ে নেন। তখন লোকেরা (অদৃশ্য) আওয়াজ দাতাকে বলতে শুনলেন, ওহে ! তারা কি হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছে ? অপর একজন জওয়াব দিল না, বরং নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে ?

١٢٤٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلاَلٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ . لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا قَالَتْ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا .

১২৪৯ উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যে রোগে ইনতিকাল করেছিলেন, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। আয়িশা (রা.) বলেন, সে আশংকা না থাকলে তাঁর (নবী ﷺ -এর) কবরকে উম্মুক্ত রাখা হত, কিন্তু আমার আশংকা যে, (খুলে দেয়া হলে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে।

banglainternet.com

٨٤٥. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا

৮৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিফাস অবস্থায় মারা গেলে তার জানাযার সালাত।

١٢٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا .

১২৫০ মুসাদ্দাদ (র.).....সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

٨٤٦. بَابُ أَيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

৮৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের (জানাযার সালাতে) ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

١٢٥١ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا .

১২৫১ ইমরান ইব্ন মায়সারা (র.).....সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

٨٤٧. بَابُ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا . وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ

৮৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে চার তাক্‌বীর বলা। হুমাইদ (র.) বলেন, আনাস (রা.) একবার আমাদের নিয়ে (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, তিনবার তাক্‌বীর বললেন, এরপর সালাম ফিরালেন। এ বিষয় তাঁকে অবহিত করা হলে, তিনি কিব্‌লামুখী হয়ে চতুর্থ তাক্‌বীর আদায় করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন।

١٢٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

banglainternet.com

১২৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানালেন এবং সাহাবীগণকে নিয়ে জানাযার সালাতের স্থানে চার তাকবীর আদায় করলেন।

١٢٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمٍ أَصْحَمَةَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ .

১২৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ্) আসহামা-নাজাশীর জানাযা সালাত আদায় করলেন, তাতে তিনি চার তাকবীর বললেন। ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ও আবদুস্ সামাদ (র.) সালীম (র.) থেকে 'আসহামা' শব্দ বর্ণনা করেন।

٨٤٨. بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

৮৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা। হাসান (র.) বলেছেন, শিশুর জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে এবং এ দু'আ পড়বে اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত, অগ্রগামী এবং উত্তম বিনিময় সাব্যস্ত করুন।

١٢٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ .

১২৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র.).....তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আবদুল্লাহ্) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর পিছেনে জানাযার সালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন এবং (সালাত শেষে) বললেন, (আমি এমন করলাম) যাতে সবাই জানতে পারে যে, তা (সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা) জানাযার সালাতে সুন্নাত (একটি পদ্ধতি)।

banglainternet.com

٨٤٩. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

৮৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ দাফনের পর কবরকে সামনে রেখে (জানাযার) সালাত আদায়।

١٢٥٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَاَمَّهُمْ وَصَلُّوْا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا يَا اَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

১২৫৫ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.).....শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে এমন এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সংগে একটি পৃথক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের ইমামতি করলেন এবং তাঁরা তাঁর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলেন। (রাবী) বলেন) আমি শা'বীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আম্র! আপনার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)।

١٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَسْوَدَ رَجُلاً اَوِ امْرَاَةً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانُ قَالُوْا مَاتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِيْ فَقَالُوْا اِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَّرُوْا شَاْنَهُ قَالَ فَدُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهِ فَاَتٰى قَبْرَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

১২৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন ফাযল (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কালবর্ণের এক পুরুষ বা এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল। কিন্তু নবী ﷺ তার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন নি। একদিন তার কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটির কি হল ? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো মারা গিয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন ? তাঁরা বললেন, সে ছিল এমন এমন (তার) ঘটনা উল্লেখ করলেন। রাবী বলেন, তাঁরা (যেন) তাকে খাট করে দেখলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। রাবী বলেন, তখন তিনি তার কবরের কাছে তাশরীফ এনে তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٨٥٠. بَابُ الْمَيِّتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

৮৫০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তি (দাফনকারীদের) জুতার শব্দ শুনতে পায়।

١٢٥٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ ح قَالَ وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ اَصْحَابُهُ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَاَقْعَدَاهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ

banglainternet.com

الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ .

১২৫৭ আয়্যাশ ও খলীফা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় (এতটুকু দূরে যে,) তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার কাছে দু' জন ফিরিশ্‌তা এসে তাকে বসিয়ে দেন। এরপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? তখন সে বলবে, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ্ পাক তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। নবী ﷺ বলেন ঃ তখন সে দু'টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। (তবে) অন্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। এরপর তার দু' কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করা হবে, এতে সে চিৎকার করে উঠবে, মানুষ ও জীন্ন ব্যতীত তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

٨٥١. بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

৮৫১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস বা অনুরূপ কোন স্থানে দাফন হওয়া পসন্দ করেন।

١٢٥٨ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ .

১২৫৮ মাহমূদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মূসা (আ.) এর কাছে পাঠানো হল। তিনি তাঁর কাছে আসলে, মূসা (আ.) তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। (এতে তাঁর চোখ বেরিয়ে গেল।) তখন মালাকুল মাওত তাঁর প্রতিপালক এর দরবারে ফিরে গিয়ে বললেন,

banglainternet.com

আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ্ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, আবার গিয়ে তাঁকে বল, তিনি একটি ষাঁড়ের পিঠে তাঁর হাত রাখবেন, তখন তাঁর হাত যতটুকু আবৃত করবে, তার সম্পূর্ণ অংশের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। মূসা (আ.) এ শুনে বললেন, হে আমার রব! তারপর কি হবে ? আল্লাহ্ বললেন ঃ তারপর মৃত্যু। মূসা (আ.) বললেন, তা হলে এখনই আমি প্রস্তুত। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় বাইতুল মুকাদ্দাসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এখন আমি সেখানে থাকলে অবশ্যই পাথরের পাশে লাল বালুর টিলার নিকটে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

٨٥٢. بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَيْلاً

৮৫২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা দাফন করা। আবূ বকর (রা.)-কে রাতে দাফন করা হয়েছিল।

١٢٥٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا فُلاَنٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ .

১২৫৯ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)..ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে রাত্রিকালে দাফন করার পর তার (জানাযার) সালাত আদায় করার জন্য নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (দাফনকৃত ব্যক্তির কবরের পাশে) গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন তিনি লোকটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, এ লোকটি কে ? তাঁরা জবাব দিলেন, অমুক গত রাতে তাকে দাফন করা হয়েছে। তখন তাঁরা সকলে তার (জানাযার) সালাত আদায় করলেন।

٨٥٣. بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

৮৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা।

١٢٦٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكٰى النَّبِىُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَاَيْنَهَا بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ ، وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَتَتَا اَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ اُولٰئِكَ اِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ

banglainternet.com

الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ .

১২৬০ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর অসুস্থতাকালে তাঁর এক সহধর্মিনী হাবশা দেশে তাঁর দেখা 'মারিয়া' নামক একটি গীর্জার কথা আলোচনা করলেন। (উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে) উম্মে সালামা এবং উম্মে হাবিবা (রা.) হাবাশায় গিয়েছিলেন। তাঁরা ঐ গীর্জাটির সৌন্দর্য এবং তাতে রক্ষিত চিত্রসমূহের বিবরণ দিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা তুলে বললেন ঃ সে সব দেশের লোকেরা তাদের কোন পূণ্যবান ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর সমাধিতে মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে সে সব চিত্র অংকন করত। তারা হলো, আল্লাহ্‌র দরবারে নিকৃষ্ট মাখলূক।

٨٥٤. بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

৮৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েলোকের কবরে যে অবতরণ করে।

١٢٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ اَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِيْ قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحٌ اُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لِيَقْتَرِفُوْا اَيْ لِيَكْتَسِبُوْا .

১২৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক কন্যার দাফনে হাযির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরের পাশেই বসেছিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হয়নি? আবূ তালহা (রা.) বলেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ তাঁর কবরে নেমে পড়, তখন তিনি তাঁর কবরে নেমে গেলেন এবং তাঁকে দাফন করলেন।

٨٥٥. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

৮৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের জন্য জানাযার সালাত।

١٢٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلَى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

banglainternet.com

১২৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্র করতেন। এরপর জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত ? দু' জনের মধ্যে এক জনের দিকে ইশারা করা হলে তাঁকে কবরে আগে রাখতেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হব। তিনি রক্তমাখা অবস্থায় তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাঁদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের (জানাযার) সালাতও আদায় করা হয়নি।

١٢٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَنْظُرُ اِلَى حَوْضِيْ الْاٰنَ ، وَاِنِّيْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا .

১২৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বের হলেন এবং উহুদে পৌঁছে মৃতের জন্য যেরূপ (জানাযার) সালাত আদায় করা হয় উহুদের শহীদানের জন্য অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। এরপর ফিরে এসে মিম্বারে তাশরীফ রেখে বললেন ঃ আমি হবো তোমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহ্র কসম! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই আমার হাউয (হাউয-ই-কাউসার) দেখছি। আর অবশ্যই আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। অথবা (রাবী বলেছেন) পৃথিবীর চাবিগুচ্ছ আর আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমার পরে শিরক করবে এ আশংকা আমি করি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা যে, তোমরা পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

٨٥٦. بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فِيْ قَبْرٍ

৮৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করা।

١٢٦٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ .

১২৬৪ সায়ীদ ইব্ন সুলাইমান (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একত্র করে দাফন করেছিলেন।

banglainternet.com

٨٥٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

৮৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যাঁরা শহীদগণকে গোসল দেওয়ার অভিমত পোষণ করেন না।

١٢٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَدْفِنُوْهُمْ فِيْ دِمَائِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ اُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ .

১২৬৫ আবুল ওয়ালীদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তাঁদেরকে তাঁদের রক্ত সহ দাফন কর। অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধের দিন শহীদগণের সম্পর্কে আর তিনি তাঁদের গোসলও দেন নি।

٨٥٨. بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ ، وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لاَنَّهُ فِيْ نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ مُلْتَحَدًا مَعْدِلاً وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ ضَرِيْحًا

৮৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, একদিকে ঢালু করে গর্ত করা হয় বলে 'লাহদ' নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক যালিমই 'মুলহিদ (ঝগড়াটে)। 'مُلْتَحَدًا' অর্থ হল পাশ কাটিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার স্থান। আর কবর সমান হলে তাকে বলা হয় 'যারীহ্" (সিন্দুক কবর)।

١٢٦٦ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلَى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلاَءِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلْهُمْ وَاَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِقَتْلَى اُحُدٍ اَيُّ هٰؤُلاَءِ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ اَبِيْ وَعَمِّيْ فِيْ نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১২৬৬ ইব্ন মুকাতিল (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্রে দাফন করার ব্যবস্থা করে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ? যখন তাঁদের একজনের দিকে ইশারা করা হত, তখন তিনি তাঁকে প্রথমে কবরে রাখতেন, আর বলতেন ঃ আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। (কিয়ামতে) তিনি তাঁদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদের জানাযার সালাতও আদায় করেন নি। তাঁদের গোসলও দেননি। রাবী আওযায়ী (র.) যুহরী (র.) সূত্রে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

banglainternet.com

করতেন, তাঁদের মাঝে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত ? কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে, তিনি তাঁকে তাঁর সংগীর আগে কবরে রাখতেন। জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতা ও চাচাকে একখানি পশমের তৈরী নক্‌শা করা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল (আর সুলাইমান ইব্‌ন কাসীর (র.) সূত্রে যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির (রা.) থেকে শুনেছেন।

٨٥٩. بَابُ الْاِذْخِرِ وَالْحَشِيْشِ فِى الْقَبْرِ

৮৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপরে ইয্‌খির বা অন্য কোন ঘাস দেওয়া।

١٢٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللّٰهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَا لِاَحَدٍ بَعْدِىْ اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَّا الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ اِلَّا الْاِذْخِرَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا وَقَالَ اَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ .

১২৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওশাব (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক মক্কাকে হারাম (সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এলাকা) সাব্যস্ত করেছেন। আমার পূর্বে তা, কারো জন্য হালাল (বৈধ ও উন্মুক্ত এলাকা) ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য তা হালাল হবে না। আমার জন্য একটি দিনের (মক্কা বিজয়ের দিন) কিছু সময় হালাল করা হয়েছিল। কাজেই তার ঘাস উৎপাটন করা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সেখানে পড়ে থাকা (হারানো।) বস্তু উঠিয়ে নেওয়া যাবে না, তবে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা প্রদানকারীর জন্য (অনুমতি থাকবে।) তখন আব্বাস (রা.) বললেন, তবে ইয্‌খির ঘাস, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য এবং আমাদের কবরগুলির জন্য প্রয়োজন। তখন তিনি বললেন ঃ ইয্‌খির ব্যতীত। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের কবর ও বাড়ী ঘরের জন্য। আর আবান ইব্‌ন সালিহ্ (র.) সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে আমি অনুরূপ বলতে শুনেছি আর মুজাহিদ (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বলেন, তাদের কর্মকার ও ঘর-বাড়ীর জন্য।

banglainternet.com

٨٦٠. بَابُ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

৮৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কারণে মৃত ব্যক্তিকে (লাশ) কবর বা লাহ্‌দ থেকে বের করা যাবে কি?

١٢٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَتَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ فَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْبِسْ اَبِيْ قَمِيْصَكَ الَّذِيْ يَلِيْ جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَلْبَسَ عَبْدَ اللّٰهِ قَمِيْصَهُ مُكَافَاَةً لِمَا صَنَعَ .

১২৬৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (মুনাফিক সর্দারকে) কবর দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (কবরের) কাছে আসলেন এবং তিনি তাকে বের করার নির্দেশ দিলে তাকে (কবর থেকে) বের করা হল। তখন তিনি তাকে তাঁর (নিজের) দু' হাঁটুর উপরে রাখলেন, নিজের (মুখের) লালা (তার উপরে ফুঁকে) দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ সমধিক অবগত। সে আব্বাস (রা.)-কে একটি জামা পরতে দিয়েছিল। আর সুফিয়ান (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিধানে তখন দু'টি জামা ছিল। আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উবাই)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার (পবিত্র) দেহের সাথে জড়িয়ে থাকা জামাটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন। সুফিয়ান (র.) বলেন, তারা মনে করেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁর জামা আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উবাই)-কে পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার কৃত (ইহসানের) বিনিময় স্বরূপ।

١٢٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ اُحُدٌ دَعَانِيْ اَبِيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا اُرَانِيْ اِلَّا مَقْتُوْلاً فِيْ اَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنِّيْ لَا اَتْرُكُ بَعْدِيْ اَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاَصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِيْلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ اٰخَرُ فِيْ قَبْرٍ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ اَنْ اَتْرُكَهُ مَعَ الْاٰخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ اُذُنِهِ .

১২৬৯ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হল, তখন রাতের বেলা আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন, আমার এমনই মনে হয় যে, নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রথমে শহীদ হবেন, আমি তাঁদের মধ্যে একজন হব। আর আমি আমার (মৃত্যুর) পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত তোমার চাইতে অধিকতর প্রিয় কাউকে রেখে যাচ্ছি না। আমার যিম্মায় কর্য রয়েছে। তুমি তা পরিশোধ করবে। তোমার বোনদের ব্যাপারে সদোপদেশ গ্রহণ করবে। (জাবির (রা.) বলেন) পরদিন সকাল হলে (আমরা দেখলাম যে) তিনিই প্রথম শহীদ। তাঁর কবরে আর একজন সাহাবীকে তাঁর সাথে দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্য একজনের সাথে

banglainternet.com

(একই) কবরে তাঁকে রাখা আমার মনে ভাল লাগল না। তাই ছয় মাস পর আমি তাঁকে (কবর থেকে) বের করলাম এবং দেখলাম যে, তাঁর কানে সামান্য চিহ্ন ব্যতীত তিনি সেই দিনের মতই (অক্ষত ও অবিকৃত) রয়েছেন, যে দিন তাঁকে (কবরে) রেখেছিলাম।

١٢٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِيْ رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتّٰى اَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِيْ قَبْرٍ عَلٰى حِدَةٍ .

১২৭০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে আরেকজন শহীদকে দাফন করা হলে আমার মন তাতে তুষ্ট হতে পারল না। অবশেষে আমি তাঁকে (কবর থেকে) বের করলাম এবং একটি পৃথক কবরে তাঁকে দাফন করলাম।

٨٦١. بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

৮৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কবরকে লাহ্দ (বগলী) ও শাক্ক (সিন্দুক) বানানো।

١٢٧١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا .

১২৭১ আব্দান (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত ? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে লাহ্দ কবরে রাখতেন। তারপর ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্তমাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি।

٨٦٢. بَابُ اِذَا اَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْاِسْلَامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَاِبْرَاهِيْمُ وَقَتَادَةُ اِذَا اَسْلَمَ اَحَدُ اَبَوَيْهِ فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَعَ اُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ اَبِيْهِ عَلٰى دِيْنِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْاِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى

৮৬২. অনুচ্ছেদ ঃ বালক (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেলে তার জন্য জানাযা সালাত আদায় করা হবে কি? বালকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা যাবে

banglainternet.com

কি? হাসান, শুরাইহ, ইব্‌রাহীম ও কাতাদা (র.) বলেছেন, পিতামাতার কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সন্তান মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে থাকবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাঁর মায়ের সাথে 'মুস্‌তায'আফীন' (দুর্বল ও নির্যাতিত জামা'আত)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁকে তাঁর পিতা (আব্বাস) এর সাথে তার কাওমের (মুশরিকদের) ধর্মে গণ্য করা হত না। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলাম বিজয়ী হয়, বিজিত হয় না।

١٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَضَهُ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعِنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافُ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هٰذَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَضَهُ رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْرَمَةٌ وَقَالَ عُقَيْلٌ رَمْرَمَةٌ وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْزَةٌ .

১২৭২ আবদান (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা.) নবী ﷺ-এর সংগে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইব্‌ন সাইয়াদ-এর (বাড়ীর) দিকে গেলেন। তাঁরা তাকে (ইব্‌ন সাইয়াদকে) বনূ মাগালা দুর্গের পাশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধূলারত পেলেন। তখন ইব্‌ন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। সে নবী ﷺ-এর আগমণ অনুভব করার আগেই নবী ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? ইব্‌ন সাইয়াদ তাঁর দিকে দৃষ্টি করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। এরপর সে নবী ﷺ-কে বলল,

banglainternet.com

আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? তখন নবী ﷺ তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর তিনি তাকে (ইব্‌ন সাইয়াদকে) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি দেখে থাক ? ইব্‌ন সাইয়াদ বলল, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমণ করে থাকে। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ আমি একটি বিষয়ে তোমার থেকে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। (বলতো সেটি কি ?) ইব্‌ন সাইয়াদ বলল, তা হচ্ছে ' الدُّخُّ ' আদ্-দুখ্‌খু। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তুমি লাঞ্ছিত হও! তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমর (রা.) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ যদি সে সে-ই (অর্থাৎ মাসীহ্ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তা হলে তাকে কাবূ করার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হবে না। আর যদি সে সে-ই (দাজ্জাল) না হয়, তা হলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই। রাবী সালিম (র.) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) ঐ খেজুর বাগানের দিকে গমণ করলেন। যেখানে ইব্‌ন সাইয়াদ ছিল। ইব্‌ন সাইয়াদ তাকে দেখে ফেলার আগেই ইব্‌ন সাইয়াদের কিছু কথা তিনি শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নবী ﷺ তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন। যার ভিতর থেকে তার গুনগুন আওয়ায শোনা যাচ্ছিল।[১] ইব্‌ন সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেল যে, তিনি খেজুর (গাছের) কান্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে চলছেন। সে তখন ইব্‌ন সাইয়াদকে ডেকে বলল, ও সাফ! (এটি ইব্‌ন সাইয়াদের ডাক) নাম। এই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তখন ইব্‌ন সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল। নবী ﷺ ইরশাদ করলেনঃ সে(ইব্‌ন সাইয়াদের মা) তাকে (যথাবস্থায়) থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেতো।

শু'আইব (র.) তাঁর হাদীসে 'فَرْفَصَة' বলেন, এবং সন্দেহের সাথে বলেন, 'رَمْرَمَة' অথবা 'زَمْزَمَة' এবং উকাইল (র.) বলেছেন, 'رَمْرَمَة' আর মা'মার বলেছেন 'رَمْزَة'।

১২৭২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ·

১২৭৩ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী বালক, নবী ﷺ-এর খিদমত করত, সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ তাকে দেখার জন্য আসলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসে তাকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, সে তখন তার পিতার দিকে তাকাল, সে তার কাছেই ছিল, পিতা তাকে বলল, আবুল কাসিম (নবী ﷺ -এর কুনিয়াত) এর কথা

---

১. زَمْزَمَة ، رَمْرَمَة ، رَمْزَمَة ، زَمْرَمَة শব্দগুলি সমার্থকবোধক। অর্থাৎ অস্পষ্ট ও গুনগুন শব্দ।

banglainternet.com

মেনে নাও, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ইরশাদ করলেন ঃ যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।

١٢٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّيْ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ اَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَاُمِّيْ مِنَ النِّسَاءِ .

১২৭৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার মা (লুবাবাহ্ বিনত হারিস) মুসতায'আফীন (দুর্বল, অসহায়) এর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি ছিলাম না-বালিগ শিশুদের মধ্যে আর আমার মা ছিলেন মহিলাদের মধ্যে।

١٢٧٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلّٰى عَلٰى كُلِّ مَوْلُوْدٍ مُتَوَفّٰى وَاِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ يَدَّعِيْ اَبَوَاهُ الْاِسْلَامَ اَوْ اَبُوْهُ خَاصَّةً وَاِنْ كَانَتْ اُمُّهُ عَلٰى غَيْرِ الْاِسْلَامِ اِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلّٰى عَلٰى مَنْ لَايَسْتَهِلُّ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ سِقْطٌ فَاِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْاٰيَةَ .

১২৭৫ আবুল ইয়ামান (র.).....শু'আইব (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন শিহাব (র.) বলেছেন, নবজাত শিশু মারা গেলে তাদের প্রত্যেকের জানাযার সালাত আদায় করা হবে। যদিও সে কোন ভ্রষ্টা মায়ের সন্তানও হয়। এ কারণে যে, সে সন্তানটি ইসলামী ফিত্‌রাত (তাওহীদ) এর উপর জন্মলাভ করেছে। তার পিতামাতা ইসলামের দাবীদার হোক বা বিশেষভাবে তার পিতা। যদিও তার মা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হয়। নবজাত শিশু স্বরবে কেঁদে থাকলে তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে। আর যে শিশু না কাঁদবে, তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে না। কেননা, সে অপূর্ণাংগ সন্তান। কারণ, আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিত্‌রাতের উপর। এরপর তার মা-বাপ তাকে ইয়াহূদী বা খ্রীস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোন কানকাটা দেখতে পাও ? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিত্‌রাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাপ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্ত ধর্মী বানিয়ে ফেলে) পরে আবূ হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْاٰيَةَ আল্লাহ্‌র দেওয়া ফিত্‌রাতের অনুসরণ কর যে ফিত্‌রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন.....। (সূরা রূম ঃ ৩০)।

banglainternet.com

١٢٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ .

১২৭৬ আবদান (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্‌রাতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাংগ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও ? এরপর আবূ হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ আল্লাহ্‌র দেওয়া ফিত্‌রাতের অনুসরণ কর, যে ফিত্‌রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দীন। (সূরা রূম ঃ ৩০)।

٨٦٣. بَابُ اِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

৮৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুকালে (কালিমা-ই-তাওহীদ) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করলে।

١٢٧٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِيْ طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتّٰى قَالَ اَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاَبٰى اَنْ يَقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اَنْهَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الاية .

১২৭৭ ইসহাক (র.).....সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তালিব এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ চাচাজান! 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমা পাঠ করুন, তা হলে এর

banglainternet.com

অসীলায় আমি আল্লাহ্‌র সমীপে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারব। আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যা বলে উঠল, ওহে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হবে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে কালিমা পেশ করতে থাকেন, আর তারা দু'জনও তাদের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অবশেষে আবূ তালিব তাদের সামনে শেষ কথাটি যা বলল, তা এই যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছে, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তবুও আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়। এ প্রসংগে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন ঃ الاية مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ নবীর জন্য সংগত নয়..... (সূরা তাওবা ঃ ১১৩)।

٨٦٤. بَابُ الْجَرِيْدِ عَلَى الْقَبْرِ وَاَوْصٰى بُرَيْدَةُ الْاَسْلَمِيُّ اَنْ يُجْعَلَ فِيْ قَبْرِهٖ جَرِيْدَانِ وَرَاٰى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلٰى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اَنْزِعْهُ يَا غُلَامُ فَاِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَاَيْتُنِيْ وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِيْ زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاِنَّ اَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِيْ يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ حَتّٰى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ اَخَذَ بِيَدِيْ خَارِجَةُ فَاَجْلَسَنِيْ عَلٰى قَبْرٍ وَاَخْبَرَنِيْ عَنْ عَمِّهٖ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ لِمَنْ اَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُوْرِ

৮৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপরে খেজুরের ডাল পুঁতে দেয়া। বুরাইদা আসলামী (রা.) তাঁর কবরে দু'টি খেজুরের ডাল পুঁতে দেওয়ার ওয়াসিয়াত করেছিলেন। আবদুর রাহমান (ইব্‌ন আবূ বকর) (রা.)-এর কবরের উপরে একটি তাঁবু দেখতে পেয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বললেন, হে বালক! ওটা অপসারিত কর, কেননা একমাত্র তার আমলই তাঁকে ছায়া দিতে পারে। খারিজা ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেছেন, আমার মনে আছে, উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে যখন আমরা তরুণ ছিলাম তখন উসমান ইব্‌ন মাজউন (রা.)-এর কবর লাফিয়ে অতিক্রমকারীকেই আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ লম্ফবিদ মনে করা হত। আর উসমান ইব্‌ন হাকীম (র.) বলেছেন, খারিজা (র.) আমার হাত ধরে একটি কবরের উপরে বসিয়ে দিলেন এবং তার চাচা ইয়াযীদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি বলেন, কবরের উপরে বসা মাকরূহ তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে, যেখানে বসে পেশাব পায়খানা করে। আর নাফি' (র.) বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা.) কবরের উপরে বসতেন।

banglainternet.com

١٢٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ

لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا ۔

১২৭৮ ইয়াহ্ইয়া (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দু'টির বাসিন্দাদের আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ এদের দু' জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে অথচ তাদের এমন গুনাহর জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না (যা থেকে বিরত থাকা) দুঃসাহ ছিল। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'ভাগে বিভক্ত করলেন, তারপর প্রতিটি কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন এরূপ করলেন ? তিনি বললেন ঃ ডাল দু'টি না শুকান পর্যন্ত আশা করি তাদের আযাব হাল্‌কা করা হবে।

٨٦٥. بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُوْدِ اَصْحَابِهِ حَوْلَهُ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ اَلْاَجْدَاثُ الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ اُثِيْرَتْ بَعْثَرْتُ حَوْضِيْ اَيْ جَعَلْتُ اَسْفَلَهُ اَعْلَاهُ اَلْاِيْفَاضُ الْاِسْرَاعُ وَقَرَأَ الْاَعْمَشُ اِلٰى نَصْبٍ يُوْفِضُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مَنْصُوْبٍ يَسْتَبِقُوْنَ اِلَيْهِ وَالنُّصُبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ يَوْمَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْقُبُوْرِ يَنْسِلُوْنَ يَخْرُجُوْنَ

৮৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে কোন মুহাদ্দিস এর ওয়ায করা আর তার সংগীদের তার আশেপাশে বসা। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) ' يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ ' –তারা কবর থেকে বের হবে। (সূরা মা'আরিজ ঃ ৪৩) ' الاجدث ' অর্থ কবরসমূহ। (এবং সূরা ইন্‌ফিতারে) ' بُعْثِرَتْ ' অর্থ উন্মোচিত হবে ' بَعْثَرْتُ حَوْضِيْ ' –অর্থ আমি (হাওযের) নিচের অংশকে উপরে তুলে দিয়েছি। ' اَلْاِيْفَاضُ ' অর্থ দ্রুত গতিতে চলা। আমাশ (র.)–এর কিরাআত হলো اِلٰى نَصْبٍ يُوْفِضُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مَنْصُوْبٍ يَسْتَبِقُوْنَ اِلَيْهِ এর অর্থ হলো তারা স্থাপিত কোন বস্তুর দিকে দ্রুত গতিতে চলে। আর ' اَلنُّصُبُ ' একবচন আর ' اَلنَّصْبُ ' মাস্‌দার–ক্রিয়া মূল। (সূরা কাফ এর ৪২ আয়াতে) ' يَوْمَ الْخُرُوْجِ ' বেরিয়ে আসার দিন। অর্থাৎ ' مِنَ الْقُبُوْرِ ' কবর থেকে। (আর সূরা আম্বিয়ার ৯৬ আয়াতে) ' يَنْسِلُوْنَ ' অর্থ 'বের হয়ে ছুটে আসবে'।

banglainternet.com

١٢٧٩ عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلاَّ قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى عَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى الاية .

১২৭৯ উসমান (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বাকীউল গারফাদ (কবরস্থানে) এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। নবী করীম ﷺ আমাদের কাছে আগমণ করলেন। তিনি উপবেশন করলে আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছড়িটি দ্বারা মাটি খুদতে লাগলেন। এরপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, অথবা বললেন ঃ এমন কোন সৃষ্ট প্রাণী নেই, যার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি আর এ কথা লিখে দেওয়া হয়নি যে, সে দুর্ভাগা হবে কিংবা ভাগ্যবান। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে কি আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দিব না ? কেননা, আমাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা অচিরেই ভাগ্যবানদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। আর যারা দুর্ভাগা তারা অচিরেই দুর্ভাগ্যদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। তিনি বললেন ঃ যারা ভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয় আর ভাগ্যাহতদের জন্য দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى الاية - কাজেই যে দান করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে..... (সূরা লাইল ঃ ৫-১০)।

٨٦٦. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَاتِلِ النَّفْسِ

৮৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মহত্যাকারী প্রসংগে।

١٢٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ اَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

banglainternet.com

১২৮০ মুসাদ্দাদ (র.).....সাবিত ইব্ন যাহ্হাক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের (অনুসারী হওয়ার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হলফ করে [১] সে যেমন বলল, তেমনই হবে আর যে ব্যক্তি কোন ধারালো লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করে তাকে তা দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.) বলেন, জারীর ইব্ন হাযিম (র.) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন হাসান (র.) থেকে, তিনি বলেন, জুনদাব (রা.) এই মসজিদে আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন, আর তা আমরা ভুলে যাই নি এবং আমরা এ আশংকাও করিনি যে, জুনদাব (র.) নবী ﷺ এর নামে মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির (দেহে) যখম ছিল, সে আত্মহত্যা করল। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, আমার বান্দা তার প্রাণ নিয়ে আমার সাথে তাড়াহুড়া করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

١٢٨١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِىْ يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ .

১২৮১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) বর্শা বিধতে থাকবে।

٨٦٧. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৮৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করা এবং মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা মাকরূহ হওয়া। (আবদুল্লাহ্) ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বিষয়টি রেওয়ায়েত করেছেন।

١٢٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِىَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَبْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّىْ عَلَى ابْنِ اُبَىٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا اُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَخِّرْ عَنِّىْ يَا عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اِنِّىْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ اَعْلَمُ اَنِّىْ اِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْاٰيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ : وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ

banglainternet.com

১. যেমন কেউ এ ভাবে হলফ করল যে, সে যদি অমুক কাজ করে থাকে অমুক কাজ না করে তা হলে সে ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান অথবা.....

مَاتَ اَبَدًا..وَهُمْ فَاسِقُوْنَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْاَتِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ .

১২৮২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুনাফিক সর্দার) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল[১] মারা গেলে তার জানাযার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আহ্বান করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইব্ন উবাই-র জানাযার সালাত আদায় করতে যাচ্ছেন ? অথচ সে অমুক অমুক দিন (আপনার শানে এবং ঈমানদারদের সম্পর্কে) এই এই কথা বলেছে। এ বলে আমি তার উক্তিগুলো শুনেশুনে পুনরাবৃত্তি করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাঁসি দিয়ে বললেন, উমর, সরে যাও! আমি বারবার আপত্তি করলে তিনি বললেন, আমাকে (তার সালাত আদায় করার ব্যাপারে) ইখ্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের অধিক মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করা হবে তা হলে আমি অবশ্যই তার চাইতে অধিক বার মাফ চাইতাম। উমর (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূরা বারাআতের এ দু'টি আয়াত নাযিল হল وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا....وَهُمْ فَاسِقُوْنَ তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার সালাত আদায় করবেন না। এমতাবস্থায় যে তারা ফাসিক। (আয়াত ঃ ৮৪) রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে আমার ঐ দিনের দুঃসাহসিক আচরণ করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত।

٨٦٨. بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

৮৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতব্যক্তির সম্পর্কে লোকদের সদ্গুণ আলোচনা।

١٢٨٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ .

১২৮৩ আদম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলেন। তখন নবী ﷺ -বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেল। একটু পরে তাঁরা অপর একটি জানাযা অতিক্রম করলেন। তখন তাঁরা তার নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। (এবারও) নবী ﷺ বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেল। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আরয করলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) কি ওয়াজিব হয়ে গেল ? তিনি বললেন ঃ এ (প্রথম) ব্যক্তি

banglainternet.com

১. মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্র পিতার নাম ছিল উবাই, আর মাতার নাম ছিল সালূল। তাই তাকে ইব্ন সালূলও বলা হত।

সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা তো পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সাক্ষী।

١٢٨٤ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَاُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَاُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، قَالَ اَبُو الْاَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلٰثَةٌ قَالَ وَثَلٰثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْاَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ ،

১২৮৪ আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিম (র.).....আবুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম, তখন সেখানে একটি রোগ (মহামারী আকারে) ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) এর কাছে বসাছিলাম। এ সময় তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করল। তখন জানাযার লোকটি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল। উমর (রা.) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর অপর একটি (জানাযা) অতিক্রম করল, তখন সে লোকটি সম্পর্কেও প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল। (এবারও) তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর তৃতীয় একটি (জানাযা) অতিক্রম করল, লোকটি সম্বন্ধে নিন্দাসূচক মন্তব্য করা হল। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল ? তিনি বললেন, আমি তেমনই বলেছি, যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন, যে কোন মুসলমান সম্পর্কে চার ব্যক্তি ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। উমর (রা.) বলেন) তখন আমরা বলেছিলাম, তিন জন হলে ? তিনি বললেন, তিনজন হলেও। আমরা বললাম, দু'জন হলে ? তিনি বললেন, দু'জন হলেও। তারপর আমরা একজন সম্পর্কে আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করি নি।

٨٦٩. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْهُوْنُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهُوْنُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ : سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ، وَقَوْلُهُ : وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ، اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ،

banglainternet.com

৮৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ কবর আযাব প্রসংগে। আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ– وَلَوْ تَرَى إِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালিমরা মৃত্যু যাতনায় থাকবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।(সূরা আল–আন'আম ঃ ৯৩) আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.)) বলেন, 'الْهُوْنُ' অর্থ 'الْهَوَانُ' অর্থাৎ অবমাননা। (আর সূরা আল–ফুরকানের ৬৩ আয়াতে) 'الْهَوْنُ' অর্থ 'الرِّفْقُ' অর্থাৎ নম্রতা। আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার (বারবার) শাস্তি দিব। পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে। (সূরা তাওবাঃ ১০১) এবং তাঁর বাণী ঃ وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ الاية আর নিকৃষ্ট (কঠিন) শাস্তি ফের'আউন গোষ্ঠিকে ঘিরে ফেলল, সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় জাহান্নামের সামনে, আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে) ফির'আউন গোষ্ঠিকে প্রবিষ্ট কর কঠিন শাস্তিতে (সূরা মু'মিন ঃ ৪৫ – ৪৬)

١٢٨٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقْعِدَ مُؤْمِنٌ فِيْ قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ٠

১২৮৫ হাফস ইবন উমর (র.)........বারাআ ইবন আযিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিন ব্যক্তিকে যখন তার কবরে বসানো হয় তখন তার কাছে উপস্থিত করা হবে ফিরিশ্‌তাগণকে। তারপর (ফিরিশ্‌তাগণের জিজ্ঞাসার জওয়াবে) সে সাক্ষ্য প্রদান করে যে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ -আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। ঐ বিষয়টির প্রতি ইংগিত করেছে আল্লাহ্‌র কালাম ঃ আল্লাহ্ পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে, শাশ্বত বাণীতে (কলেমা তৈয়্যিবা)। (১৪ঃ ২৭)

١٢٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا وَزَادَ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ ٠

১২৮৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র.)........ও'বা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (আল্লাহ্ অবিচল রাখবেন যারা ঈমান এনেছে....১৪ ঃ ২৭) এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

banglainternet.com

১২৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيْلَ لَهُ تَدْعُوْ أَمْوَاتًا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ .

১২৮৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌......ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (বদরে নিহত) গর্তবাসীদের[১] দিকে ঝুঁকে দেখে বললেন ঃ তোমাদের সাথে তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তব পেয়েছো তো ? তখন তাঁকে বলা হল, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন ? (ওরা কি শুনতে পায়?) তিনি বললেন ঃ তোমরা তাদের চাইতে বেশী শুনতে পাও না, তবে তারা সাড়া দিতে পারছে না।

১২৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُوْلُ حَقٌّ . وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى .

১২৮৮ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)......আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, নিশ্চয়ই তারা এখন ভালভাবে জানতে (ও বুঝতে) পেরেছে যে, (কবর আযাব প্রসংগে) আমি তাদের যা বলতাম তা বাস্তব। আল্লাহ্‌ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ আপনি (হে নবী!) নিশ্চিতই মৃতদের (কোন কথা) শোনাতে পারেন না।

১২৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ .

১২৮৯ আব্‌দান (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী স্ত্রীলোক আয়িশা (রা.)-এর কাছে এসে কবর আযাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁকে (দু'আ করে) বলল, আল্লাহ্‌ আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন! পরে আয়িশা (রা.) কবর আযাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ, কবর আযাব (সত্য)। আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর থেকে নবী ﷺ-কে এমন কোন সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি, যাতে তিনি কবর আযাব থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। [এ হাদীসের বর্ণনায়] গুনদার অধিক উল্লেখ করেছেন যে, কবর আযাব বাস্তব সত্য।

১২৯০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ

banglainternet.com

১. 'القليب' ঃ পুরাতন গর্ত বা কূপ যে গর্তের মুখ বন্ধ করা হয় নি। বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিক সর্দারদের ও আবূ জাহল প্রমুখের লাশ একটি গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এটাকেই 'قليب' (পুরাতন গর্ত বা কূপ) বলা হয়।

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً .

১২৯০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলাইমান (র.).....উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আসমা বিন্ত আবূ বাকর (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, তাতে তিনি কবরে মানুষ যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তার বর্ণনা দিলে মুসলমানগণ ভয়ার্ত চিৎকার করতে লাগলেন।

١٢٩١ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَلَنَا اَنَّهُ يُفْسَحُ فِىْ قَبْرِهٖ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ اَنَسٍ قَالَ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ . فَيُقَالُ لَادَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ .

১২৯১ আইয়াশ ইব্ন ওয়ালীদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (মৃত) বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে সে (মৃত ব্যক্তি) তখনও তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। এ সময় দু'জন ফিরিশ্তা তার কাছে এসে তাকে বসান এবং তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থান স্থলটির দিকে নযর কর, আল্লাহ্ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থান স্থল দান করেছেন। তখন সে দু'টি স্থলের দিকেই দৃষ্টি করে দেখবে। কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি (কাতাদা) পুনরায় আনাস (রা.) এর হাদীসের বর্ণনায় ফিরে আসেন। তিনি (আনাস) (রা.) বলেন, আর মুনাফিক বা কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হবে তুমি এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ ﷺ) সম্পর্কে কি বলতে ? সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলতে আমি তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার মুগুর দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে, দু' জাতি (মানব ও জিন্ন) ব্যতীত তার আশপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

banglainternet.com

٨٧٠. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

৮৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কবরে আযাব থেকে পানাহ চাওয়া।

١٢٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِىْ قُبُوْرِهَا وَقَالَ النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ اَبِىْ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১২৯২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).....আবূ আইয়ূব (আনসারী রা.) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নবী ﷺ বের হলেন। তখন তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন ঃ ইয়াহূদীদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (এটা আযাব দেওয়ার বা আযাবের ফিরিশ্‌তাগণের বা ইয়াহূদীদের আওয়ায।) (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) নযর (র.)..... আবূ আইয়ুব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বলেছেন।

١٢٩٣ حَدَّثَنَا مُعَلّٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১২৯৩ মু'আল্লা (র.).....বিন্‌ত খালিদ ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ -কে কবর আযাব থেকে পানাহ চাইতে শুনেছেন।

١٢٩٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

১২৯৪ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'আ করতেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিত্‌না থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জাল এর ফিত্‌না থেকে।

٨٧١. بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ

৮৭১. অনুচ্ছেদ ঃ গীবত এবং পেশাবে (অসতর্কতা) এর কারণে কবর আযাব।

banglainternet.com

١٢٩٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعٰى بِالنَّمِيْمَةِ ، وَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا .

১২৯৫ কুতাইবা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ ঐ দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে আর কোন কঠিন কাজের কারণে তাদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। এরপর তিনি ﷺ বললেন ঃ হাঁ (আযাব দেওয়া হচ্ছে) তবে তাদের একজন পরনিন্দা করে বেড়াত, অন্যজন তার পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। (রাবী বলেন) এরপর তিনি একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'খণ্ডে ভেংগে ফেললেন। তারপর সে দু' খণ্ডের প্রতিটি এক এক কবরে পুঁতে দিলেন। এরপর বললেন ঃ আশা করা যায় যে এ দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব লঘু করা হবে।

٨٧٢. بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

৮৭২. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় (জান্নাত ও জাহান্নামে তার অবস্থান স্থল) উপস্থাপন করা হয়।

١٢٩٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১২৯৬ ইসমায়ীল (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ পাক তোমাকে উত্থিত করা পর্যন্ত।

٨٧٣. بَابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

৮৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ খাটিয়ার উপর থাকাবস্থায় মৃত ব্যক্তির কথা বলা।

banglainternet.com

١٢٩٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ

صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَاوَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ.

১২৯৭ কুতাইবা (র.).....আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা যখন কাঁধে বহণ করে নিয়ে যায় তখন সে নেক্‌কার হলে বলতে থাকে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আর সে নেক্‌কার না হলে বলতে থাকে হায় আফসুস! এটাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? মানুষ ব্যতীত সব কিছুই তার এ আওয়ায শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনতে পেলে অবশ্যই বেহুঁশ হয়ে যেত।

٨٧٤. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ اَوْلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৮৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের (না-বালিগ) সন্তানদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির এমন তিনটি সন্তান মারা যায় যারা বালিগ হয়নি, তারা (মাতাপিতার জন্য) জাহান্নাম থেকে আবরন হয়ে যাবে। অথবা (তিনি বলেছেন) সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে।

١٢٩٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ .

১২৯৮ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তির এমন তিনটি (সন্তান) মারা যাবে, যারা বালিগ হয়নি, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি তাঁর রাহমাতের ফযলে সে ব্যক্তিকে (মা-বাপকে) জান্নাতে দাখিল করবেন।

١٢٩٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ .

১২৯৯ আবুল ওয়ালীদ (র.).....বরা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী তনয়) ইব্‌রাহীম (রা.) এর ওফাত হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাঁর জন্য তো জান্নাতে একজন দুধ-মা রয়েছেন।

banglainternet.com

٨٧٥. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ

৮৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তান প্রসঙ্গে।

١٣٠٠ حَدَّثَنَا حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اِذْ خَلَقَهُمْ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১৩০০ হিব্বান ইব্ন মূসা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি লগ্নেই তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

١٣٠١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১৩০১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কে মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন ঃ আল্লাহ্ তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

١٣٠٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَرٰى فِيْهَا جَدْعَاءَ .

১৩০২ আদম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবজাতক ফিত্‌রতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহূদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাংগ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ ?

٨٧٦. بَابٌ

৮৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ

١٣٠٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلَاةً اَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَاِنْ رَاٰى اَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَسَاَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لٰكِنِّيْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَاَخَذَا بِيَدِيْ فَاَخْرَجَانِيْ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَاِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ

banglainternet.com

بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ مُوْسٰى اَنَّهُ يَدْخُلُ ذٰلِكَ الْكَلُّوْبَ فِيْ شِدْقِهِ حَتّٰى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْاٰخَرِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هٰذَا فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلٰى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ اَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَاِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَ يَرْجِعُ اِلٰى هٰذَا حَتّٰى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ اِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا اِلٰى ثُقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ اَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَاَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَاِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوْا حَتّٰى كَادَ اَنْ يَخْرُجُوْا فَاِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلٰى وَسَطِ النَّهْرِ وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ وَعَلٰى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ فِي النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ رَمٰى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلٰى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ وَفِيْ اَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَاِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا فَصَعِدَابِيْ فِي الشَّجَرَةِ وَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا فِيْهَا رِجَالٌ شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ . ثُمَّ اَخْرَجَانِيْ مِنْهَا فَصَعِدَابِيْ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ فِيْهَا شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِيْ اللَّيْلَةَ فَاَخْبِرَانِيْ عَمَّا رَأَيْتُ – قَالاَ نَعَمْ : اَمَّا الَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيْهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي الثُّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ اٰكِلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِيْ اَصْلِ الشَّجَرَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَاَوْلاَدُ النَّاسِ وَالَّذِيْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْاُوْلٰى الَّتِيْ دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَاِذَا فَوْقِيْ مِثْلُ السَّحَابِ قَالاَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِيْ اَدْخُلْ مَنْزِلِيْ قَالاَ اِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِاسْتَكْمَلْتَ اَتَيْتَ مَنْزِلَكَ .

banglainternet.com

১৩০৩ মূসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....সামুরা ইবন জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী

ﷺ (ফজর) সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি ? (বর্ণনাকারী) বলেন, কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা বিবৃত করতেন। তিনি তখন আল্লাহ্‌র মর্জি মুতাবিক তাবীর বলতেন। একদিন আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ ? আমরা বললাম, জী না। নবী ﷺ বললেন ঃ গত রাতে আমি দেখলাম, দু'জন লোক এসে আমার দু'হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আকড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) আমাদের এক সাথী মূসা (র.) বর্ণনা করেছেন যে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির (এক পাশের) চোয়ালটা এমনভাবে আকড়াধারী বিদ্ধ করছিল যে, তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। তারপর অপর চোয়ালটিও পূর্ববৎ বিদীর্ণ করল। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি হচ্ছে ? সাথীদ্বয় বললেন, (পরে বলা হবে এখন) চলুন। আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম, তার শিয়রে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই বিচূর্ণ মাথা পূর্ববৎ জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুনরায় মাথার উপরে পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে ? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা অগ্রসর হয়ে চুলার ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রশস্থ এবং এর নীচদেশ থেকে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্ত মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও উপরে চলে আসত যেন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা ? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত প্রবাহিত নদীর নিকট উপস্থিত হলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন ও ওহাব ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন হাযিম (র.) বর্ণনায় وَ عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ রয়েছে। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি যার সামনে ছিল পাথর। নদীর মাঝখানের লোকটি নদী থেকে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়ানো লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করত, এতে সে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিত। এমনভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ ঘটনার কারণ কি ? তাঁরা বললেন, চলতে থাকুন। আমরা চলতে চলতে একটি সবুজ বাগানে উপস্থিত হলাম। এতে একটি বড় গাছ ছিল। গাছটির গোড়ায় একজন বয়ঃবৃদ্ধ লোক ও বেশ কিছু বালক-বালিকা ছিল। হঠাৎ দেখি যে, গাছটির সন্নিকটে এক ব্যক্তি সামনে আগুন রেখে তা প্রজ্জলিত করছিল। সাথীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে এমন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করালেন যে, এর চেয়ে সুদৃশ্য বাড়ী পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। বাড়ীতে বহু সংখ্যক বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং বালক-বালিকা ছিল। এরপর তাঁরা আমাকে সেখান হতে বের করে নিয়ে গাছে আরো উপরে আরোহণ করে অপর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করালেন। এটা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও সুন্দর। বাড়ীটিতে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক অবস্থান করছিলেন। আমি বললাম, আজ রাতে আপনারা

banglainternet.com

আমাকে (বহুদূর পর্যন্ত) ভ্রমণ করালেন। এখন বলুন, যা দেখলাম তার তাৎপর্য কি ? তাঁরা বললেন হাঁ, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী; মিথ্যা কথা বলে বেড়াতো, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌঁছে যেতো। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ ব্যবহার করা হবে। আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ কুরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায় সে কুরআন থেকে বিরত হয়ে নিদ্রা যেতো এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী আমল করতো না। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এরূপই করা হবে। গর্তের মধ্যে যাদেরকে আপনি দেখলেন, তারা ব্যভিচারী। (রক্ত প্রবাহিত) নদীতে আপনি যাকে দেখলেন, সে সুদখোর। গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধ ছিলেন তিনি ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর চারপাশের বালক-বালিকারা মানুষের সন্তান। যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন তিনি হলেন, জাহান্নামের খাযিন-মালিক নামক ফিরিশ্‌তা। প্রথম যে বাড়ীতে আপনি প্রবেশ করলেন তা সাধারণ মু'মিনদের বাসস্থান। আর এ বাড়ীটি হলো শহীদগণের আবাস। আমি (হলাম) জিবরাঈল আর ইনি হলেন মীকাঈল। (এরপর জিবরাঈল আমাকে বললেন) আপনার মাথা উপরে উঠান। আমি উঠিয়ে মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তাঁরা বললেন, এটাই হলো আপনার আবাসস্থল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনো আপনার হায়াতের কিছু সময় অবশিষ্ট রয়ে গেছে যা পূর্ণ হয়নি। অবশিষ্ট সময় পূর্ণ হলে অবশ্যই আপনি নিজ আবাসে চলে আসবেন।

٨٧٧. بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

৮৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ সোমবারে মৃত্যু।

١٣٠٤ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ فِيْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ فِيْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِيْ اَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَاَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالَتْ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ - قَالَ اَرْجُوْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ اِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ اغْسِلُوْا ثَوْبِيْ هٰذَا وَزِيْدُوْا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهَا قُلْتُ اِنَّ هٰذَا خَلَقٌ قَالَ اِنَّ الْحَيَّ اَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ اِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى اَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ .

১৩০৪ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কয়খণ্ড কাপড়ে তোমরা নবী ﷺ -কে কাফন দিয়েছিলে ? আয়িশা (রা.) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাহুলী কাপড়ে, এগুলোতে (সেলাইকৃত) জামা ও পাগড়ী ছিল না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করেন ? আয়িশা (রা.) বলেন, সোমবার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার ? তিনি (আয়িশা (রা.) বললেন, আজ

banglainternet.com

সোমবার। তিনি (আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি আশা করি এখন থেকে আগত রাতের মধ্যে (আমার মৃত্যু হবে)। এরপর অসুস্থকালীন আপন পরিধেয় কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে জাফরানী রং এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরো দু'খণ্ড কাপড় বৃদ্ধি করে আমার কাফন দিবে। আমি (আয়িশা) বললাম, এটা (পরিধেয় কাপড়টি) পুরাতন। তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন অধিক। আর কাফন হলো বিগলিত শবদেহের জন্য। তিনি মঙ্গলবার রাতের সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন, প্রভাতের পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হয়।

٨٧٨. بَابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ بَغْتَةً

৮৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিক মৃত্যু।

١٣٠٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّ اُمِّىْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

১৩০৫ সায়ীদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে বললেন, আমার জননীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সাদাকা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সাদাকা করলে তিনি এর সাওয়াব পাবেন কি ? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, হাঁ (অবশ্যই পাবে)।

٨٧٩. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَاَقْبَرَهُ اَقْبَرْتُ الرَّجُلُ اَقْبِرُهُ اِذَا جَعَلْتَ قَبْرًا وَقَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ كِفَاتًا يَكُوْنُوْنَ فِيْهَا اَحْيَاءً وَيُدْفَنُوْنَ فِيْهَا اَمْوَاتًا

৮৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ, আবূ বকর ও উমর (রা.) এর কবরের বর্ণনা। (আল্লাহ্‌র বাণী)

'فَاَقْبَرَهُ' তাকে কবরস্থ করলেন। 'اَقْبَرْتُ اَقْبِرُهُ الرَّجُلَ' তখন বলবে যখন তুমি কারোর জন্য কবর তৈরী করবে। 'قَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ' অর্থাৎ কবরস্থ করা 'كِفَاتًا' অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করবে ও মৃত্যুর পর এর মধ্যে সমাহিত হবে।

١٣٠٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِىْ مَرَضِهِ اَيْنَ اَنَا الْيَوْمَ اَيْنَ اَنَا غَدًا اِسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِىْ قَبَضَهُ اللّٰهُ بَيْنَ سَحْرِىْ وَنَحْرِىْ وَدُفِنَ فِىْ بَيْتِىْ.

banglainternet.com

১৩০৬ ইসমায়ীল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হারব (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগশয্যায় (স্ত্রীগণের নিকট অবস্থানের) পালার সময় কাল জানতে চাইতেন। আমার অবস্থান আজ কোথায় হবে? আগামি কাল কোথায় হবে? আয়িশা (রা.) এর পালা বিলম্বিত হচ্ছে বলে ধারণা করেই এ প্রশ্ন করতেন। (আয়িশা (রা.) বলেন) যে দিন আমার পালা আসলো, সেদিন আল্লাহ্ তাঁকে আমার কণ্ঠদেশ ও বক্ষের মাঝে (হেলান দেওয়া অবস্থায়) রূহ্ কব্য করলেন এবং আমার ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়।

١٣٠٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذٰلِكَ اُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِىَ اَوْ خُشِىَ اَنْ يُّتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ كَنَّانِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُوْلَدْ لِىْ .

১৩০৭ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগশয্যায় বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লানত হোক। কারণ, তারা নিজেদের নবীগণের কবরকে সিজ্‌দার স্থানে পরিণত করেছে। (রাবী উরওয়া বলেন) এরূপ আশংকা না থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরকে (ঘরের বেষ্টনীতে সংরক্ষিত না রেখে) খোলা রাখা হতো। কিন্তু তিনি (নবী ﷺ) আশংকা করেন বা অশংকা করা হয় যে, পরবর্তিতে একে মসজিদে পরিণত করা হবে। রাবী হিলাল (র.) বলেন, উরওয়া আমাকে (আবূ আমর) কুনিয়াতে ভূষিত করেন আর তখন পর্যন্ত আমি কোন সন্তানের পিতা হইনি।

١٣٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاٰى قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ مُسَنَّمًا .

১৩০৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).....সুফিয়ান তাম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর রাওযা উটের কুচের ন্যায় (উচু) দেখেছেন।

١٣٠٩ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِيْهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِىْ زَمَانِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَخَذُوْا فِىْ بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهَا قَدَمُ النَّبِىِّ ﷺ فَمَا وَجَدُوْا اَحَدًا يَعْلَمُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لَا وَاللّٰهِ مَا هِىَ قَدَمُ النَّبِىِّ ﷺ مَا هِىَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَوْصَتْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَا تَدْفِنِّىْ مَعَهُمْ وَادْفِنِّىْ مَعَ صَوَاحِبِىَ بِالْبَقِيْعِ لَا اُزَكّٰى بِهِ اَبَدًا .

banglainternet.com

১৩০৯ ফারওয়া (র.).....উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক এর শাসনামলে যখন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাওযার) বেষ্টনী দেওয়াল ধসে পড়ে, তখন তাঁরা সংস্কার করতে আরম্ভ করলে একটি পা প্রকাশ পায়, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কদম মুবারক বলে ধারণা করার কারণে লোকেরা খুব ঘাবড়ে যায়। সনাক্ত করার মত কাউকে তারা পায় নি। অবশেষে উরওয়া (র.) তাদের বললেন, আল্লাহ্র কসম! এ নবী ﷺ -এর কদম মুবারক নয় বরং এতো উমর (রা.)-এর পা। (ইমাম বুখারী (রা.) বলেন) হিশাম (র.) তার পিতা সূত্রে.....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.)-কে অসিয়্যত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের (নবী ﷺ ও তাঁর দু' সাহাবী) পাশে দাফন করবে না। বরং আমাকে আমার সঙ্গিনী (অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন)-দের সাথে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করবে। (নবী ﷺ) এর পাশে সমাহিত হওয়ার কারণে আমি যেন বিশেষ প্রশংসিত না হই)।

١٣١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْاَوْدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اِذْهَبْ اِلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ ثُمَّ سَلْهَا اَنْ اُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ قَالَتْ كُنْتُ اُرِيْدُهُ لِنَفْسِيْ فَلَاُوْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِيْ . فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ اَذِنَتْ لَكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ – قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ اَهَمَّ اِلَيَّ مِنْ ذٰلِكَ الْمَضْجِعِ فَاِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُوْنِيْ ثُمَّ سَلِّمُوْا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاِنْ اَذِنَتْ لِيْ فَادْفِنُوْنِيْ وَاِلَّا فَرُدُّوْنِيْ اِلٰى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّيْ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَحَقَّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنِ اسْتَخْلَفُوْا بَعْدِيْ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللّٰهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْاِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هٰذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِيْ يَا ابْنَ اَخِيْ وَذٰلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَ اُوْصِي الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِيْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ خَيْرًا اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَاَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ اَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفٰى عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَاَنْ لَا يُكَلَّفُوْا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ .

banglainternet.com

১৩১০ কুতাইবা (র.).....আমর ইব্ন মায়মুন আওদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর

রা.)-কে দেখেছি, তিনি আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর নিকট গিয়ে বল, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এরপর আমাকে আপন সাথীদ্বয় (নবী ﷺ ও আবূ বাকর)-এর পাশে দাফন করতে তিনি রাযী আছেন কি না ?[১] আয়িশা (রা.) বললেন, আমি পূর্ব থেকেই নিজের জন্য এর আশা পোষণ করতাম, কিন্তু আজ উমর (রা.)-কে নিজের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। আবদুল্লাহ্ (রা.) ফিরে এলে উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বার্তা নিয়ে এলে ? তিনি বললেন হে, আমীরুল মু'মিনীন! তিনি (আয়িশা (রা.)) আপনার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। উমর (রা.) বললেন, সেখানে শয্যা লাভ করাই আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মৃত্যুর পর আমার শবদেহ বহন করে (আয়িশা (রা.) এর নিকট উপস্থিত করে) তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইব্ন খাত্তাব (পুনঃরায়) আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তিনি অনুমতি দিলে, সেখানে আমাকে দাফন করবে। অন্যথায় আমাকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর উমর (রা.) বলেন, এ কয়েকজন ব্যক্তি যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁদের অপেক্ষা অন্য কাউকে আমি এ খিলাফতের (দায়িত্বপালনে) অধিক যোগ্য বলে মনে করি না। তাই আমার পর তাঁরা (তাঁদের মধ্য থেকে) যাঁকে খলীফা মনোনীত করবেন তিনি খলীফা হবেন। তোমরা সকলেই তাঁর আদেশ মেনে চলবে, তাঁর আনুগত্য করবে। এ বলে তিনি উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর নাম উল্লেখ করলেন। এ সময়ে এক আনসারী যুবক উমর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ প্রদত্ত সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি ইসলামের ছায়াতলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যা আপনিও জানেন। এরপর আপনাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় এবং আপনি ন্যায়বিচার করেছেন। সর্বোপরি আপনি শাহাদাত লাভ করছেন। উমর (রা.) বললেন, হে ভাতিজা! যদি তা আমার জন্য লাভ লোকসানের না হয়ে বরাবর হয়, তবে কতই না ভাল হবে। (তিনি বললেন) আমার পরবর্তী খলীফাকে ওয়াসিয়্যাত করে যাচ্ছি, তিনি যেন প্রথম দিকের মুহাজিরদের ব্যাপারে যত্নবান হন, তাঁদের হক আদায় করে চলেন, যেন তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি তাঁকে আনসারদের সাথেও সদাচারের উপদেশ দেই, যারা ঈমান ও মদীনাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, যেন তাঁদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং তাঁদের মধ্যকার (লঘু) অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সর্বশেষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর দায়িত্বভুক্ত (সর্বস্তরের মু'মিনদের সম্পর্কে) সতর্ক করে দিচ্ছি যেন মু'মিনদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয়, তাদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা হয় এবং সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

٨٨٠. بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

৮৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ।

banglainternet.com

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাওযা মুবারক আয়িশা (রা.)-এর ঘর বিধায় এর মালিকানা তাঁর থাকায় উমর (রা.)-এর দাফনে অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

١٣١١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ عَنِ الْاَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الْاَعْمَشِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ .

১৩১১ আদম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা মৃতদের গালমন্দ কর না। কেননা, তারা আপন কৃত কর্মের ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল কুদ্দস ও মুহাম্মদ ইব্ন আনাস (র.) আমাশ (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলী ইব্ন জা'দ, ইব্ন আর'আরা ও ইব্ন আবূ আদী (র.) শু'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় আদম (র.) এর অনুসরণ করেছেন।

٨٨١. بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتٰى

৮৮১. অনুচ্ছেদ ঃ দুষ্ট প্রকৃতির মৃতদের আলোচনা।

١٣١٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ .

১৩১২ উমর ইব্ন হাফস (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ লাহাব লানাতুল্লাহি আলাইহি নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বললো, সারা দিনের জন্য তোমার ক্ষতি হোক! (তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে) অবতীর্ণ হয় ঃ আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক!

banglainternet.com

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৬৭৫৭(উ)—৫,২৫০

Subhanallahi owabihamdihi , Subhanallahi owabihamdihi